NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ

৩ নভেম্বরের শুরুতেই বাংলায় নীতিন নবীন

রাজ্যে জোড়া এনকাউন্টারের আবহে কড়া বার্তা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ৩

কলকাতা ২৯ অক্টোবর ২০২৬ ১১ কার্তিক ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.10.2026, Vol. 20 Issue No. 136, 8 Pages, Price 3.00

পুজোর পাসে গ্রেপ্তার ইন্দ্রনীল

গারদে গায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর পাস বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতি মামলায় বড়সড় মোড়। সুজিত বসুর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী জালে ধরা পড়লেন। বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হওয়া মাত্রই প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন ইডি দপ্তরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বাইরে পা রাখতেই তাঁকে কার্যত চড়াও হয়ে গাড়িতে তুলে চটজলদি লালবাজারের উদ্দেশে রওনা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য পুলিশের একাধিক তলব এড়িয়ে যাওয়ার পর অবশেষে ইডি হেপাজত বা দপ্তর চত্বর থেকেই এই হাই-প্রোফাইল গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটে।

এদিকে সূত্রে খবর, বুধবার নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দুপুরে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির তলবে হাজিরা দিতে পৌঁছন চন্দননগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোর পাস জালিয়াতি মামলায় ইডি কর্তারা প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাঁকে লাগাতার জেরা করেন। তাঁর জমা দেওয়া বিগত ১০ বছরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সংস্থা সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। তবে দুপুর থেকেই সিজিও কমপ্লেক্সের ভিতরে ও বাইরে দৃশ্যত থিকথিক করছিল কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী ও ডিডি-র বিশেষ স্কোয়াড। ইডি দপ্তরের বাইরে পুলিশের এই নজিরবিহীন সমাগম দেখেই রাজনৈতিক ও আইনি মহলে জল্পনা তীব্র হয়, হয়তো এদিনই বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য পুলিশ। ঠিক বিকেল গড়াতেই সেই জল্পনায় শিলমোহর পড়ে। কেন্দ্রীয় সংস্থার জেরা শেষে সিজিও-র সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগতেই তাঁকে ঘিরে ধরে পুলিশ এবং চটজলদি পুলিশের গাড়িতে তুলে লালবাজার পুলিশ সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীদের দাবি, এই জালিয়াতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমার অপব্যবহার। ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পর 'মাস আর্ট' নামক একটি সংস্থাকে সামনে রেখে বেআইনি টিকিট বিক্রির চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন 'মাস আর্ট' নিজেদের ইউনেস্কোর অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে প্রচার করত। কলকাতার প্রায় ২৪টি বাছাই করা অভিজাত ও নামীদামি পুজো মণ্ডপে সাধারণ দর্শনার্থীদের ভিআইপি 'প্রিভিউ শো' দেখানোর টোপ দিয়ে প্রতি টিকিটের দাম হাঁকা হতো ১ হাজার ৭৪৯ টাকা থেকে শুরু করে ৫ হাজার ৪৯৯ টাকা পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কেবল ২০২৩ ও ২০২৪ সালেই ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি এমন প্রিভিউ পাস বা টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। এভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা ভুয়ো খরচ ও নগদ লেনদেনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থে তছরুপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আর্থিক তছরুপের পরিমাণ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলে ইডি সূত্রে ইঙ্গিত।

'উনি একা খাননি, খাইয়ে খেয়েছেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেপ্তারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চলছিল এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে ইডি ও কলকাতা পুলিশ। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এই দুর্নীতির সঙ্গে শুধু ইন্দ্রনীল নন, প্রাক্তন সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বেরও যোগ ছিল।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী সম্পর্কে বলতে পারি, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত অনেকদিন ধরেই চলেছে। ইডি ও কলকাতা পুলিশ নিশ্চিতভাবে তথ্যপ্রমাণ পেয়েই আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে।' এর পরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করে শুভেন্দুর মন্তব্য, 'আমি বহুবার বলেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মদতে উনি একা খাননি, খাইয়েও খেয়েছেন। উনারা একসঙ্গে একই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন এবং একসঙ্গেই ডুয়েট গান করতেন।'

ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, শিল্পীদের অনুষ্ঠান থেকেও টাকা আদায় করা হতো। তিনি বলেন, 'আর্টিস্টদের খাম থেকেও টাকা বের করে নিতেন। স্ত্রীর নামে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা খুলে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন। সিঙ্গুরে খামারবাড়িও করেছেন।'

রাজনৈতিক অতীতের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর দাবি, ইন্দ্রনীল সেন একসময় সিপিএমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে মন্ত্রী হন।

দীপাবলির আগেই নয়া শিল্পনীতি

বুধবার নবান্নে বেদান্ত গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্পে গতি আনতে নয়া শিল্পনীতিতে বুধবার চূড়ান্ত অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ৫ নভেম্বর নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন শিল্পনীতির ঘোষণা করবেন।

এর আগে মন্ত্রিগোষ্ঠীর (গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স) রিপোর্টে শিল্পনীতির খসড়া অনুমোদন পেয়েছিল। পরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিছু সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করেই এদিন চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিলেছে।

সূত্রের খবর, নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য বড় বিনিয়োগ টানা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। ১০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এ জোর দিয়ে পরিবেশ ছাড়পত্র, জমির মিউটেশন, জমির চরিত্র পরিবর্তন, ট্রেড লাইসেন্স ও বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের মতো পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও এক জানালার আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জমি, বিদ্যুৎ এবং শিল্পে ইনসেনটিভ বিষয়ে নতুন নীতির তিনটি প্রধান ভিত্তি করা হয়েছে। শিল্পের জন্য বড় আকারের জমি সহজলভ্য করতে হিন্দমোটর, সিঙ্গুর ও ডোমজুড় এলাকায় শিল্পভূমি গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, এই শিল্পনীতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে বিনিয়োগকারীদের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা এবং বৃহত্তর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই সরকারের লক্ষ্য। তবে নীতির সমস্ত খুঁটিনাটি ৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই প্রকাশ করা হবে।

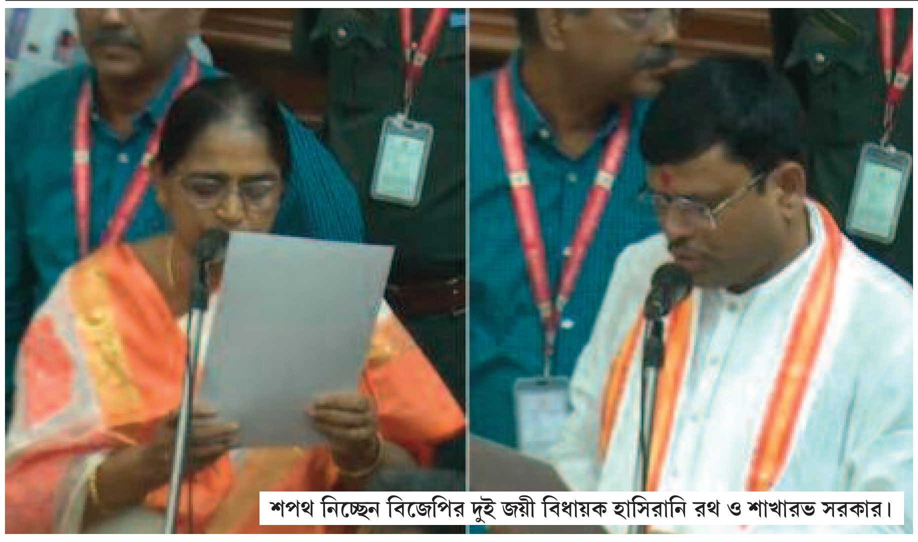

শপথ নিচ্ছেন বিজেপির দুই জয়ী বিধায়ক হাসিরানি রথ ও শাখারভ সরকার।

'এই ছ'মাসে যা দেখেছেন তা চা-বিস্কুট, ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ বাকি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে আসন নন্দীগ্রামে জয়ী প্রার্থী হাসিরানি রথ ও রেজিনগরের শাখারভ সরকারের শপথগ্রহণ হল বিধানসভায়। উপনির্বাচনের দুই বিধায়ককে শপথ পাঠ করালেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। ২০৭ থেকে বর্তমানে বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যা দাঁড়াল ২০৯-তে। পুজোর পর বিধানসভায় দুই বিধায়কের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই বিধায়ককেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপিকে 'সংখ্যালঘু-বিরোধী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার ব্যাখ্যা নস্যাৎ করে শুভেন্দু দাবি করেন, 'অনেকেই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক পার্টি বলে রাজনীতি করে খেয়েছেন। রেজিনগরে ৭০ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনায় উপকৃত, তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার মহিলাই সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য। সরকার চালানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় বিজেপি। রেজিনগরে ৭৫ হাজার মার্জিনে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের জয়।'

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফের বিজেপিকে 'সংখ্যালঘু-বিরোধী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার ব্যাখ্যা নস্যাৎ করে শুভেন্দু দাবি করেন, 'অনেকেই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক পার্টি বলে রাজনীতি করে খেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশে বলছি, রেজিনগরে ৭০ হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনায় উপকৃত, তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার মহিলাই সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য। আমরা হিন্দু, সনাতনী, কপালে টিকা ধারণ করি। কিন্তু সরকার চালানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় বিজেপি। রেজিনগরে ৩০০-এর মধ্যে ২০০ টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথ। সেই রেজিনগরে ৭৫ হাজার মার্জিনে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের জয়।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, '৬ মাসের মধ্যেই সরকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে এগোচ্ছে সেটা স্পষ্ট। এই ৬ মাসে যা দেখছেন, তা চা-বিস্কুটের সমান। এখনও ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ বাকি। দেখতে থাকুন কীভাবে উন্নয়ন হয়।'

'মমতার বয়স হয়েছে, ভোটে আর না-দাঁড়ানোই ভালো...'

কেন ভবানীপুর ছাড়েননি, ব্যাখ্যা দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় উপনির্বাচনে জয়ী দুই বিজেপি বিধায়কের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফের কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র ছেড়ে ভবানীপুর ধরে রাখার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'ওঁর বয়স হয়েছে, এই বয়সে আর ভোটে না-দাঁড়ানোই ভাল। বিশ্রাম নেওয়ার সময় এসেছে।'

শুভেন্দুর দাবি, ভবানীপুর আসন ছেড়ে দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের নির্বাচনে লড়ার সুযোগ পেতেন। সেই কারণেই তিনি নন্দীগ্রাম আসন ছেড়েছেন। তাঁর কথায়, নন্দীগ্রামের মানুষ ১ লক্ষ ২২ হাজার ভোটে হাসিরানী রথকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন এবং তিনি নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি নতুন বিধায়কের মাধ্যমে পূরণ করবেন।

উপনির্বাচনের ফল নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, রেজিনগরে সংখ্যালঘু ভোটারদেরও সমর্থন পেয়েছে বিজেপি। অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার ধর্ম নয়, প্রয়োজনের ভিত্তিতেই মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নথি ছিনতাইয়ের অভিযোগ প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এফআইআর হলে তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হবে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, তা সরকার চায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চোরবাগান পদপিষ্ট-কাণ্ড প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তদন্তকারী দলের রিপোর্ট তিন মাসের মধ্যে বিধানসভায় পেশ করা হবে। তিনি বলেন, 'যাঁরা দায়ী, তাঁদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।' পাশাপাশি, দুর্ঘটনায় নিহত ১৯ জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

চন্দ্রনাথের হত্যায় চাঞ্চল্যকর ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত পিএ চন্দ্রনাথ রথের খুনের পিছনে থাকতে পারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদত। এর আগে 'ভাইপো গ্যাং' বলে মন্তব্য করেছিলেন। আর বুধবার নাম না করে ঘুরিয়ে সেই দিকেই ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা ভোটে এবার প্রার্থী হয়েছিলেন চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ। বুধবার ছিল তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাসি রানির ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে আমার সহযোগী ছিল বলে। সাত জনকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। সুপারি কিলার আর শ্যুটার গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন ২ কোটি টাকা সুপারি কে দিয়েছিল সেটা জানা বাকি। বিচার পাবেন হাসি রানি।' তারপরই নাম না করে ঘুরিয়ে বলেন, 'এই ২ কোটি কোথা থেকে এসেছিল? কালীঘাট নাকি ক্যামাকস্ট্রিট থেকে এসেছিল? নাকি ডায়মন্ড-হারবারের কেউ দিয়েছিল? এইটুকুই জানা বাকি। এটা জানা হয়ে গেলেই তদন্তের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে আমার বিশ্বাস।'

দাম কমল ক্যানসারের ওষুধের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার পর অনেকটাই কমল ক্যানসারের ওষুধের দাম। ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ১৩৭টি গোত্রের ৫৪৩টি ওষুধের দাম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমার কথা জানিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছে 'ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি' (এনপিপিএ)। আগামী ৯ নভেম্বর থেকে সংশোধিত দাম কার্যকর হবে।

যে ওষুধের দাম ছিল ৪০ হাজার টাকা। দাম কমায় তা হয়ে গেল ২,৭২০ টাকা! ৮০ হাজারের মহার্ঘ ওষুধ এখন মিলবে ৭ হাজার ১৫০ টাকায়!

জীবনদায়ী ওষুধ এমআরপি দামে বিক্রি করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা বিবেচনাধীন রয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর সেই মামলার শুনানিতে ক্যানসারের ওষুধের অস্বাভাবিক দাম নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের বেঞ্চ। মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মেহতা জানান, ক্যানসারের এমন ওষুধ রয়েছে যা উৎপাদনকারী সংস্থা খুচরো বিক্রেতাকে ২,৭০০ টাকায় বিক্রি করছে। কিন্তু সেই ওষুধেরই সর্বাধিক বিক্রয় মূল্য (এমআরপি) লেখা রয়েছে ২৭ হাজার টাকা! ওই দিন বিচারপতি মেহতা তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, 'এটা দিনে ডাকাতি ছাড়া আর কী! একজন রোগীর সঙ্গে এ ভাবে প্রতারণা করা যায়? উৎপাদনকারী সংস্থা যে ওষুধ ২,৭০০ টাকায় খুচরো বিক্রেতাকে দিচ্ছে, সেটাই ২৭ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে কী ভাবে? যাঁদের এ বিষয়ে পদক্ষেপ করা দরকার এ ক্ষেত্রে তাঁদের নীরবতা দুর্ভাগ্যজনক।' এনপিপি'র এই পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশি রোগী ও চিকিৎসকমহল।

তিন শতাংশ ডিএ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। তাঁদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্সের (ডিএ) বৃদ্ধিতে সম্মতি দিল ক্যাবিনেট। এতদিন পর্যন্ত ৬০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পেতেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। ৩ শতাংশ বাড়ার ফলে তা পৌঁছবে ৬৩ শতাংশে। বুধবার এই ঘোষণা হলেও চলতি বছরের জুলাই থেকেই বর্ধিত হারে ডিএ পাবেন কর্মীরা। এর ফলে উপকৃত হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৪৮ লক্ষ কর্মী এবং ৬৮ লক্ষ পেনশনভোগী।

এআইসিপিআই-আইডব্লুর দেওয়া মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ১ জুলাই ২০২৬ থেকে এই বাড়তি মহার্ঘ ভাতার জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। এআইসিপিআই-আইডব্লিউ-এর জুন মাসের সূচক ছিল ১৫১.৯। যার ফলে গত ১২ মাসের গড় সূচক ১৪৮.৬৫ হয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশনের নির্ধারিত সূত্রে এই গড় বসালে মহার্ঘ ভাতা গণনার হার হয়েছে ৬৩.৭৬ শতাংশ। যেহেতু সরকার ডিএ পূর্ণ সংখ্যায় গণনা করে, তাই ৬৩.৭৬ শতাংশের অর্থ ৬৩ শতাংশ।

অন্ধ্রে 'অর্ণবে'র বলি ৫, বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ওড়িশা

অমরাবতী ও ভুবনেশ্বর, ২৮ অক্টোবর: যত বড় মাত্রার সাইক্লোন তৈরি হয়েছিল তার প্রভাব ততটা বেশি পড়ল না। অর্ণব বুধবার সকাল অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অতিক্রম করার পর এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় সকাল ৮.৩০টায়। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঝড়টি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সরে এসে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকাতেই অবস্থান করছিল। এরপর এটি মূল ভূখণ্ড থেকে ২০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে এবং ইয়ানাম থেকে মাত্র ৪৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করতে থকে। তবে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে শক্তি হারাবে। আবহবিদদের অনুমান, পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ বুধ এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে ঝড়টি সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

৬ ঘণ্টা ধরে চলেছে ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল কাকিনাড়া ও পুদুচেরির ইয়ানামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এর ল্যান্ডফল হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ক্ষতিগ্রস্ত ৩১টি বাড়ি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়েছে ওড়িশাতেও। সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে বাংলাতেও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। দার্জিলিং ও সিকিমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রয়েছে ভূমিধসের আশঙ্কাও।

স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর সেই মাত্রা বেশ কিছুটা কমলেও, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর প্রভাবে রাজ্যের আবহাওয়াতে বড়সড় রদবদল ঘটায়। বুধবার ভোরে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার পর থেকেই শক্তি হারিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে শুরু করে 'অর্ণব'। তবে এর পরোক্ষ প্রভাবে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রার ওপর জারি রয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা।

পশ্চিমবঙ্গের ওপরে সরাসরি বড় আঘাত না হানলেও গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি হয় দফায় দফায়। আলিপুর হাওয়া অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে (৫০ মিলিমিটার)। এছাড়া পুরুলিয়ার ফুলবেড়িয়া, ঝাড়গ্রামের লালগড় ও ডিপি ঘাটে ৪০ মিলিমিটার করে বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। কাঁথিতে ৩০ মিলিমিটার, কলকাতা (আলিপুর) ও সাগরে ২০ মিলিমিটার এবং ডায়মন্ড হারবারে ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্কই ছিল।

ঘূর্ণিঝড় অর্ণব অন্ধ্র উপকূল অতিক্রম করতেই শুরু হয় তাণ্ডব। উপড়ে গিয়েছে গাছপালা, রাস্তাঘাটে অর্ণবের ধ্বংসলীলার ছবি স্পষ্ট। অর্ণব স্থলভাগে ঢুকতেই কমছে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি। অতি তীব্র থেকে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অর্ণব। আইএমডি-র তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্র ও ওড়িশার কয়েকটি অংশে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকীনাডার নিকটবর্তী পুদুচেরীর ইয়ানামের কাছে 'ল্যান্ডফল' প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে সময় হাওয়ার বেগ ১২৫-১৩৫ কিলোমিটার ছিল, দমকা হাওয়ার বেগ কোথাও কোথাও ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে।

অর্ণবের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় বহু গাছ ভেঙে পড়েছে। অর্ণবের কারণে বেশ কয়েকটি উড়ান বাতিলও করা হয়েছে। বন্ধ স্কুল-সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। প্রভাব পড়েছে ট্রেন পরিষেবাতেও। আনাকাপল্লি, বিশাখাপত্তনম, কাকিনাড়া, কোনাসীমা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়। শুধু অন্ধ্র নয়, ওড়িশার গোপালপুর, পুরী-সহ বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি এবং ঝড়ের তাণ্ডব চলে।

সাইক্লোন 'অর্ণব'-এর দাপটে অন্ধ্রে উপড়ে গিয়েছে গাছ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Chandak S/O Ramkishan Chandak and Father of Darsh Chandak aged 15 years residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 1388 dated 25.03.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my son's name has been recorded as Darsh Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents. By the virtue of this affidavit, I change my son's name from Darsh Chandak to Ishan Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards he will be known as Ishan Chandak for all future purposes.

AFFIDAVIT

I, **Mala Das Hait W/O Sandip Hait** resident of Vill.- Chaitanyapur, P.O.- Kesiadal, P.S.- Chandrakona, Dist. - Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 50 dated 12.05.2026 in the Court of Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, (1st Class), Ghatal that the spelling of my name is **Mala Das Hait W/O Sandip Hait** and it is recorded in my Aadhaar Card. Dushtu Hait is my daughter who took birth on 27-07-2015 and in her birth certificate being Regd No. 14 date of regd 05-02-2015 issued by Sub Registrar Bhagbantapur- 1 G.P. In the said birth certificate, my name has been written as **Mala Hait** instead of **Mala Das Hait. Mala Das Hait** and **Mala Hait** i.e. myself am the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 28/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 209 নং এফিডেভিট বলে আমি Kader Ali S/o. Jaker Ali (old name), R/o. Musalman Para Goaljore, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kader Ali S/o. Jaker Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Kadir Ali S/o. Sekh Jaker Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Kadir Ali S/o. Sekh Jaker Ali (now deceased) & Kader Ali S/o. Jaker Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 636 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abedul Hannan (old name), S/o. Sk Golam Ali, R/o. Keota, Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Abedul Hannan নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Abdul Hannan (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Abdul Hannan & Sk Abedul Hannan S/o. Sk Golam Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Abdul Alamin.

গত 08/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 5476 নং এফিডেভিড বলে আমি Subhas Malik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Susil Malik ও S Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 24762 নং এফিডেভিড বলে আমি Shyam Sundor Chakraborty S/o. Nabin Chakraborty ও Shyamsundar Chakraborty S/o. N. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/10/2019, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 5491 নং এফিডেভিড বলে আমি, Akima Begum W/o. Ajahar Mallick, সাকিম গাজীপুর, মধ্যপাড়া, মালিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. Singur/610/06, dated 10.09.2006, D.O.B. 10.09.2006) পুত্রের সঠিক নাম Soleman Mallick-এর পরিবর্তে Sulaman Ali Mallick, পুত্রের পিতার সঠিক নাম Ajahar Mallick-এর পরিবর্তে Azhar Ali Mallick, এবং পুত্রের মাতার সঠিক নাম Akima Begum-এর পরিবর্তে Akima Bibi, লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Soleman Mallick S/o. Ajahar Mallick & Akima Begum লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Soleman Mallick S/o. Ajahar Mallick & Akima Begum এবং Azhar Ali Mallick S/o. Azhar Ali Mallick & Akima Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 08/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 16364 নং এফিডেভিড বলে আমি, Rasenara Khatun Bibi, W/o. Bappa Sk, সাকিম মাগুড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Arif) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 2579, dated 27/01/2015) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Rasenara Khatun Bibi-এর পরিবর্তে Rosenara Bibi, লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া Rasenara Khatun Bibi লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Rasenara Khatun Bibi ও Rosenara Bibi W/o. Bappa Sk, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, **MOUMITA NANDI**, W/O KRISHNENDU PRAMANICK, aged 27 Yrs, R/O-SANTIPUR, NADIA, 741404, have changed my name to **MOUMITA PRAMANICK NANDI** vide Affidavit no. 20AC748136 dt. 06.10.2026 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat court, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শান্তিনিকেতন পশ্চিমপল্লী, বীরভূম নিবাসী আনন্দ মোহন দাস পিতা নিশিথ কুমার দাস বোলপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-৫৯১৪/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা বলে ও ১/ই-৩ বাগুইহাটি, রাজারহাট, গোপালপুর-৭০০১৫৯ নিবাসিনী মহুয়া লায়েক দাস স্বামী সদানন্দ দাস বোলপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের I-১৮০/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা বলে বোলপুর নায়েকপাড়া নিবাসী কালি শঙ্কর অধিকারী পিতা বন বিহারী অধিকারী ও বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত ইক্ষুধারা নিবাসী দিলীপ দাস পিতা গোপাল দাসকে বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর মৌজার ১৩১২ নং দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে কালি শঙ্কর অধিকারী ও দিলীপ দাস কালিকাপুর মৌজার ১৩১২ নং দাগের মোট ০৫.৬২ শতক সম্পত্তি বোলপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের ৯২৮৭/২০২৬ নং কোবালা দলিলমূলে মটর দাস পিতা শান্তি দাস-কে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে। Raghunath Dutta (Advocate) Bolpur Court

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী ও ছট উৎসব ঘিরে কড়া নজরদারি, জেলাভিত্তিক দায়িত্ব পেলেন মন্ত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ছট এবং কার্তিক পুজোকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দেন, প্রতিটি জেলার উৎসবের প্রস্তুতি তদারকির জন্য একজন করে মন্ত্রী দায়িত্বে থাকবেন। বড় জেলাগুলির ক্ষেত্রে দু'জন মন্ত্রীও দায়িত্ব পেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উৎসবের সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। পরে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ছট ও কার্তিক পুজো উপলক্ষে ইতিমধ্যেই জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে। সেখানে মুখ্যসচিব, ডিজিপি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সরকার উত্তর কলকাতা, নৈহাটি, বারাসাত, তমলুক, চন্দননগর, কৃষ্ণনগর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমান এবং ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল-সহ একাধিক সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। দু'বছর আগে বেলডাঙার কার্তিক মেলাকে কেন্দ্র করে হওয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তির অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশকেও বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম বর্ধমানে ছটপুজোর ঘাটগুলিতে অবৈধ বালি তোলার ফলে যে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, তা রুখতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং শান্তিপুরের রাস উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং ড. সৌমিত্র মোহনকে পরিদর্শন করে প্রস্তাব জমা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দুই উৎসবের পরিকাঠামো ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দও অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বাজি ও আতশবাজি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা এবং পরিবেশ দপ্তরের গাইডলাইন নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুলিশ ও দমকল কর্তাদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত এসওপি প্রকাশ করা হবে।

জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের শ্বশুরবাড়িতে সিআইডির নোটিস

নৈহাটির বাড়িতে আবার আয়কর দপ্তরের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের শ্বশুরবাড়িতে বুধবার সকালে সিআইডির আধিকারিকরা এসে বাড়ির দেওয়ালে একটি নোটিস সেঁটে দিয়ে যান বলে দাবি স্থানীয়দের। এমনকী নোটিস সাঁটিয়ে চলে যেতেই প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই নোটিস ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। সূত্র বলছে, সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে জমা হওয়া একাধিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই নোটিস জারি করা হয়েছে। সিআইডি-র নোটিস ঘিরে জগদ্দলের বাবু কোয়ার্টারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও সিআইডি-র আধিকারিকরা এসেছিলেন, সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। সোমনাথ শ্যামের শ্যালক সঞ্জয় সাউ জানান, যারা এসেছিলেন তাঁরা তাঁর বোন সঙ্গীতা সাউয়ের খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু ওনারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই চলে গিয়েছেন। সোমনাথ শ্যাম কোথায় এবং কেনই বা নোটিস ছিড়ে ফেললেন, এই প্রশ্ন করতেই সংবাদ মাধ্যমের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সাউ পরিবারের সদস্যরা। ক্ষোভের সঙ্গে তাঁরা জানান, সোমনাথ শ্যামের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। অপরদিকে প্রত্যক্ষদর্শী তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা চন্দন গুপ্তা বলেন, এদিন সকাল দশটা নাগাদ সিআইডি-র আধিকারিকরা আসেন। প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রী সঙ্গীতা দেবীর তাঁরা খোঁজ করেন। এরপর সঙ্গীতা দেবীর বাপের বাড়িতে একটি নোটিস

সাঁটান সিআইডি-র আধিকারিকরা। চন্দনের অভিযোগ, নোটিস সাঁটিয়ে সিআইডি-র আধিকারিকরা চলে যেতেই। প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই নোটিস ছিড়ে ফেলেন।

অন্যদিকে, বুধবার সন্ধেয় সোমনাথ শ্যামের নৈহাটির বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় আয়কর দপ্তরের আধিকাররা। এদিন আয়কর দপ্তরের সাতজনের প্রতিনিধি দল প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে হাজির ছিলেন। সূত্র বলছে, তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথিপত্র তদন্তকারীরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছেন। এবিষয়ে নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওনার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ওনাকে পুলিশ খুঁজছে। নৈহাটির বিধায়কের সাফ বক্তব্য, এরপর হয়তো জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিসও জারি হতে পারে।

গাইঘাটা ধর্ষণ-কাণ্ড

হাত বাঁধা ছেলের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, দাবি মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়। ঘটনার সত্যতা ও পুলিশের 'এনকাউন্টার' তত্ত্ব নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন মৃত অভিযুক্তের মা রেখা দাস। শুধু তাই নয়, ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, এই ঘটনায় অপরাধের কথা স্বীকার করলেও এমন মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের অন্য সদস্যেরাও।

পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সোমবার মধ্যরাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের পর থানায় ফেরার পথে বৈদ্যবাড়ি এলাকায় প্রস্রাব করার নাম করে গাড়ি থেকে নামে প্রহ্লাদ। সেই সুযোগে এক পুলিশকর্মীর বন্দুক ছিনিয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে এবং পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায়।

আত্মরক্ষার্থেই পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে নিহত হয় প্রহ্লাদ। এই তত্ত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে প্রহ্লাদের মা রেখা দেবী প্রশ্ন তোলেন, 'রাত দুটোর সময় যখন ছেলেকে বাড়ি আনল, তখন ওর হাত বাঁধা ছিল। সঙ্গে পাঁচজন পুলিশ অফিসার ছিল। ওই অবস্থায় ছেলে কী করে পিস্তল বার করে গুলি করবে? আপনারা একটু ভেবে দেখুন তো!' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, শান্ত স্বভাবের প্রহ্লাদ পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাবে, তা তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। পাশাপাশি, ছেলের ব্যক্তিগত জীবন ও ওই কিশোরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'ওই মেয়েটিও খুন হয়েছে, আমার ছেলেও খুন হয়েছে। আমরা এর ক্ষতিপূরণ চাই।'

এদিকে পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল প্রহ্লাদ। ছেলে যে এমন ভয়ঙ্কর অপরাধ করতে পারে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বাড়ির লোকেরা। ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার রাতে প্রহ্লাদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর বাবা রামপ্রসাদ দাস। তিনি বলেন, 'আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! জানি আমার ছেলে মারাত্মক অন্যায় করেছে, যার মাফ হয় না। কিন্তু এই ভাবে নৃশংস হত্যা না করে অফিসারেরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারত। এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।'

'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর রেল মানচিত্রে এবার', রেলমন্ত্রীর কাছে লাইন পাতার জোরালো আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

দেবাশিস দে

কলকাতা: গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে সরাসরি আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাঁতরাগাছিতে আয়োজিত রেলের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকেই গঙ্গাসাগরকে দেশের সামগ্রিক রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু অথবা টানেল তৈরি করে যেভাবেই হোক গঙ্গাসাগরে দ্রুত ট্রেন চালানোর আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সুগম করতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি। রেলমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেললাইন চাই। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ রেলমন্ত্রীর কাছে। টানেল হোক কিংবা সেতু নির্মাণ করে, গঙ্গাসাগরে রেললাইন পৌঁছে দেওয়া হোক।

প্রচলিত কথায় বলা হয় 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার', কিন্তু আমরা চাই সব তীর্থের পাশাপাশি মানুষ গঙ্গাসাগরেও বারবার যান। রাজ্য সরকার সেখানে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে, রেল মন্ত্রক এবার গঙ্গাসাগরকে দেশের রেল মানচিত্রে স্থান দিক। একই মঞ্চে রেল প্রকল্পে বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের গলায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই ইতিবাচক সহযোগিতাকে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীও জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে রাজ্যে রেলের একাধিক কাজ থমকে ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, শুধুমাত্র চিংড়িহাটার সমস্যাই নয়, প্রায় ৬০টি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মাত্র ১৭ দিনের মধ্যে জটিল চিংড়িহাটা জটের নিষ্পত্তি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, আটকে থাকা ৬০টি প্রকল্পের জটিলতা কাটাতে রাজ্যস্তরে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসনিক বৈঠকও করা হয়েছে। এমনকী রেলমন্ত্রী স্বয়ং সম্পূর্ণ রেল বোর্ডকে নিয়ে কলকাতায় এসে বৈঠক করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রায় ৫০০টি রেল ওভারব্রিজ (আরওবি) ও ফুট ওভারব্রিজ তৈরির কাজ প্রশাসনিক অনুমোদনের অভাবে থমকে ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার দ্রুত সেই সমস্ত আটকে থাকা প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়ে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে বারবার দাবি করা হলেও মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণের বাস্তব কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে বর্তমান প্রশাসন এই লক্ষ্যপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ২০২৯ সালের মধ্যেই মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সেই সেতু রূপায়ণের পাশাপাশি এবার গঙ্গাসাগরে সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবিতে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল বলে মনে করেন ওয়াকিবহাল মহল।

চোরবাগান-কাণ্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোমবাতি জ্বালালেন কংগ্রেস সমর্থকরা। ছবি- অদিতি সাহা

বারাসাতের অ্যাডামাস নলেজ সিটিতে মঙ্গলবার শুরু হল ২০২৬-২৭ সালের পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পুরুষ ভলিবল প্রতিযোগিতা। অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজের (এআইইউ) তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই আসর চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রায় ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল অংশ নেবে বলে আশা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-সহ ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাঁচ দিনে চারটি কোর্টে প্রায় ৬৫টি ম্যাচ হওয়ার কথা। লিগ পর্বের পর হবে নকআউটের লড়াই।

৬০ হাজার নিয়োগে ছাড়পত্র, নতুন শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সরকারি দপ্তরে প্রায় ৬০ হাজার পদে নিয়োগের অনুমোদনের পাশাপাশি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা এবং চোরবাগান পদপিষ্ট-কাণ্ডে মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগের বৈঠকে প্রায় ৪৫ হাজার পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। বুধবার আরও কয়েকটি দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পশুপালন, নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং দমকল দপ্তরে দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ করা হবে। তাঁর দাবি, একাধিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মূলত পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন থেকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না। তাঁর দাবি, শিক্ষকদের মর্যাদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং তা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ বিধির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চোরবাগানের পদপিষ্ট-কাণ্ডে নিহত ১৯ জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত হয়, মৃতদের পরিবারের সম্মতি থাকলে একজন সদস্যকে স্থায়ী চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বা কলকাতা পুরনিগম নিয়োগের দায়িত্বে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিহারের দুই মৃতের পরিবারের ক্ষেত্রে স্থায়ী চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক শংসাপত্র নেই। তবে তাঁদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের তরফে শাড়ি বিতরণ

হুগলি: হুগলির পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সার্কেল অফিসের পক্ষ থেকে এই দুর্গাপুজো উৎসবে দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য করার লক্ষ্যে তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) কর্মসূচির অধীনে হুগলির রাজবলহাট শাখার অন্তর্গত অন্তপুরের রামকৃষ্ণ শারদা আশ্রমে ১০০টি শাড়ি বিতরণ করা হল। এই অনুষ্ঠানে হুগলি সার্কেল হেড জগবন্ধু পধী, রামকৃষ্ণ শারদা আশ্রমের মহন্ত স্বামী, রাজবলহাট শাখার ম্যানেজার সৌভিক হালদার এবং আশ্রমের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আশ্রমের মহন্ত স্বামীজি, এই ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য হুগলির ব্যাংক প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্প এবার মেট্রো রেল ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবীণ মেট্রো পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের জন্য এবার বড় স্বস্তির খবর দিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বার্ষিক জীবন শংসাপত্র বা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার চেনা ঝক্কি এড়াতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা মেট্রো। দেশজুড়ে চলা 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন ৫.০'-এর অংশ হিসেবে এবার মেট্রো রেলের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ ডিজিটাল ক্যাম্প। যেখানে প্রবীণ নাগরিকরা অত্যন্ত সহজে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁদের জীবন শংসাপত্র জমা করতে পারবেন। মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী নভেম্বর মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে এই শিবিরগুলির আয়োজন করা হবে। সল্টলেক বা ময়দানের চেনা চত্বর ছেড়ে মেট্রো রেল ভবনের দ্বিতীয় তলের সভাকক্ষে বসবে এই বিশেষ ক্যাম্প। আগামী ৪ নভেম্বর (বুধবার), ৫ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার), ৬ নভেম্বর (শুক্রবার) এবং পরবর্তী দফায় ১৮ নভেম্বর (বুধবার), ১৯ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) ও ২০ নভেম্বর (শুক্রবার) এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রবীণ নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মেট্রোর পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রতি বছর নভেম্বর মাস এলেই পেনশন চালু রাখার জন্য প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাংকে বা নির্দিষ্ট দপ্তরে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার লাইনে দাঁড়াতে হয়। সেই শারীরিক ধকল ও হয়রানি কমাতেই মেট্রোর এই ডিজিটাল পদক্ষেপ। যে সমস্ত পেনশনভোগী এই শিবিরে অংশ নিতে চান, তাঁদের নিজেদের আধার কার্ড, পিপিও, ব্যাংকের পাসবই বা পেনশন অ্যাকাউন্টের নথিপত্র সাথে আনতে হবে। এর পাশাপাশি আধার ও ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্ক করা সচল মোবাইল ফোনটি সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক, যাতে ওটিপি ও বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়ায় কোনও সমস্যা না হয়। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

কৃষকবন্ধু প্রকল্পের নাম বদল, দীপাবলির আগেই ৪৮ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের নাম বদলে 'মুখ্যমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি' করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। বুধবার নবান্নে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৫ নভেম্বর হুগলির পুরশুড়া থেকে নতুন নামে প্রকল্পটির সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যের অংশ হিসেবে প্রতি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২ হাজার টাকা করে পাঠানো হবে। এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের প্রায় ৪৮ লক্ষ কৃষক। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন কৃষিমন্ত্রী। রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা নিজ নিজ জেলা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। রাজ্য সরকারের দাবি, প্রকল্পের নতুন নামের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা আরও সুসংহতভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীপাবলির আগেই কৃষকদের হাতে এই অর্থ পৌঁছে যাবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রয়াত মণীশ শুক্লার পিতা চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লাকে হুমকি-বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার বিজেপির ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং-কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন প্রয়াত মণীশ শুক্লার পিতা চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা। উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রমণি শুক্লা বলেছিলেন, ব্যারাকপুরের বুকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে কেউ কেউ মণীশের নাম ব্যবহার করছেন। মণীশের নাম ব্যবহার করে হারানো জমি ফিরে পেতে চাইছেন। যদিও সাংবাদিক বৈঠকের পর থেকেই তাঁকে একাধিকবার ভয়েস ম্যাসেজ পাঠিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জনৈক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার রাতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মণীশ শুক্লার পিতা চন্দ্রমণি শুক্লা জানান, সাংবাদিক বৈঠক করার পর থেকেই ভয়েস ম্যাসেজ পাঠিয়ে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অরবিন্দ পাল নামে এক ব্যক্তি যিনি নাকি জার্মানিতে থাকেন দাবি করে তাঁকে একের পর এক ম্যাসেজ পাঠিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা আরও জানান, ভয়েস ম্যাসেজ পাঠিয়ে তাঁকে মুখ খুলতে যেমন নিষেধ করা হচ্ছে, তেমনি ব্যারাকপুরের বিধায়কের বিরোধিতাও করতে তাঁকে বারণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, ইন্টারনেট নম্বর থেকে তাঁকে ম্যাসেজ করা হচ্ছে। ম্যাসেজ পাঠিয়ে তাঁকে রীতিমতো ধমকানো, চমকানো হচ্ছে। বিষয়টি তিনি প্রশাসন এবং দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। যদিও হুমকি ম্যাসেজে তিনি প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা। যদিও এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের বিধায়কের দাবি, মণীশের বাবা এসব করে প্রচারের আলোয় আসতে চাইছেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর ২০২৬, ১১ কার্তিক ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

কলকাতা পুরভোটের প্রার্থী তালিকায় চমকের ইঙ্গিত

নভেম্বরের শুরুতেই বাংলায় নীতিন নবীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরভোটের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, নিজেদের দলীয় প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২ নভেম্বর কলকাতায় আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। মূলত কলকাতা পুরভোটের রণকৌশল এবং দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই রাজ্য সফর বলেই বিজেপি সূত্রের খবর। এছাড়াও এই সফরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ারও পরিকল্পনা আছে বলেই জানা যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কালীপুজোর পরেই কলকাতা পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বিজেপি। তবে ধাপে ধাপে নয়, বরং একসঙ্গেই সবকটি ওয়ার্ডের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছে তারা। তাই নীতিন নবীনের এই সফরের আগেই প্রার্থী বাছাইয়ের শেষ পর্বের স্ক্রিনিং বা প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব। এবারের প্রার্থী তালিকায় পুরনো কাউন্সিলরদের মধ্যে কারা পুনরায় টিকিট পাবেন এবং নতুন মুখদের কতটা জায়গা দেওয়া হবে, তা নিয়ে দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা প্রাক্তন কাউন্সিলরদের পুনরায় টিকিট দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে চলছে তীব্র জল্পনা। এই পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবারই দিল্লি সফর সেরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলীয় সূত্রের দাবি, দিল্লি সফরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পুরভোটের প্রার্থী বাছাই নিয়ে তাঁর

দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, যদিও বিষয়টি নিয়ে দলগতভাবে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। সম্প্রতি বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, শুধু পরিচিত মুখ হলেই টিকিট মিলবে না। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগসূত্র, সাংগঠনিক ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরদের দলে এনে টিকিট দেওয়ার বিষয়ে শমীক ভট্টাচার্যের আগের অনমনীয় অবস্থানও এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক মহলে এনসিপিআই থেকে বিজেপিতে আসা সাংসদদেরও পুরভোটে প্রার্থী করা হতে পারে বলে যে জল্পনা শুরু হলেও সেই জল্পনাতে ইতি টেনেছেন দলের রাজ্য সভাপতি। তিনি এই জোটের জল্পনা সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কলকাতা পুরভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। তবে দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই নীতিন নবীনের সম্ভাব্য রাজ্য সফর, শমীক ভট্টাচার্যের দিল্লি বৈঠক এবং টিকিট বণ্টনের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ, সব মিলিয়ে পুরভোটের আগে রাজ্য বিজেপি নিজেদের সংগঠন ও প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শেষ করে নির্বাচনের প্রচারের দিকে এগোতে চাইছে বলেই মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

‘অপরাধ দমনে দৃঢ়তা চাই, মানুষের নিরাপত্তায় আপস নাই’

রাজ্যে জোড়া এনকাউন্টারের আবহে কড়া বার্তা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে একই দিনে ঘটে যাওয়া দুটি এনকাউন্টারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন তীব্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শোরগোল চলছে, ঠিক তখনই অপরাধ দমনে প্রশাসনের কঠোরতম অবস্থানের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো সওয়াল করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। গাইঘাটা ও মুর্শিদাবাদে দুই অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের সামাজিক মাধ্যমে তাঁর একটি বিশেষ লেখা এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতির আলোচনার মূল কেন্দ্রে চলে এসেছে, যার শিরোনাম ‘এনকাউন্টার’। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনো ধরনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর পোস্টে লেখেন, অপরাধ থামুক, মানুষ বাঁচুক। অপরাধীদের মনে ভয় ধরাতে এবং সমাজ থেকে অপরাধের সংস্কৃতি উপড়ে ফেলতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয়তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা হাত যেন বারবার অপরাধ ঠেকায়। অপরাধের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের ডাক দিয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত নয়, অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোরতা চাই। তবে এই ধরনের সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিক চাপের কথা স্বীকার করে তিনি নিজের লেখায় যোগ করেছেন, পরিস্থিতি কঠিন হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারও সহজ নয়। পরিশেষে, সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় রাষ্ট্রশক্তি যে সর্বদা

পাশে থাকবে সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরও লেখেন, অপরাধ দমনে দৃঢ়তা চাই, মানুষের নিরাপত্তায় আপস নাই। রাজ্যের মন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পিছনে আছে রাজ্যে ঘটে যাওয়া পরপর দুটি বড় এনকাউন্টারের ঘটনা। প্রথম ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার, যেখানে কোজাগরী লক্ষীপুজোর দিন সকালে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ধর্ষণ ও খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া মূল অভিযুক্ত নির্যাতিতার আত্মীয়, ২৩ বছর বয়সি প্রহ্লাদ দাসের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়। একই দিনে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে, যেখানে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডল খুনের মামলার এক অভিযুক্তকে ধুলিয়ান ডাকবাংলা সংলগ্ন এলাকায় তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশের দাবি, হেপাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ও সিআইডি আধিকারিকেরা গুলি চালান এবং পরে অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই জোড়া এনকাউন্টারের ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবেই বারুইপুরের স্মৃতিকে উস্কে দেয়। সেখানেও এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের একইভাবে মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ জানিয়েছিল, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় প্রভাস পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, আত্মরক্ষার স্বার্থে পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয় পুলিশ। তবে পূর্বের ঘটনার চেয়েও, বর্তমান এই জোড়া এনকাউন্টারের পর অপরাধ দমনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দেওয়া এই কড়া ও স্পষ্ট সামাজিক বার্তাটিই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও বিপাকে সুমিত, আলিপুর আদালতে শোন অ্যারেস্ট পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শালবনির জমি দুর্নীতি মামলার পর এবার প্রায় চারশো কোটি টাকার মাটি চুরির মামলায় আরও গভীর আইনি জালে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের কালীতলা আশুতি থানায় দায়ের হওয়া একটি মাটি চুরির মামলায় তাঁকে শোন অ্যারেস্ট বা আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তার দেখাল পুলিশ। বুধবার তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, এই নতুন মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন জানান আইনজীবীরা।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই বন্দি রয়েছেন সুমিত। সেই মামলায় তদন্ত ও জেরা পর্ব চলার মাঝেই ডায়মন্ড হারবারের কালীতলা আশুতি থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মাটি চুরির একটি নতুন ও গুরুতর মামলা রুজু হয়। আর সেই মামলাতেই নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া মেনে এ দিন শালবনী থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় সুমিত রায়কে আলিপুর আদালতে নিয়ে আসা হয়। গোয়েন্দাদের দাবি, কালিতলা আশুতি থানা এলাকার প্রায় ১৬৩ বিঘা জমি থেকে বিভিন্ন ধাপে অবৈধভাবে মাটি কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর ফলে যেমন একদিকে পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে, তেমনই আনুমানিক তিন থেকে চারশো কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় তদন্তকারী আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, এর আগে শালবনির খাস সরকারি জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করার অভিযোগে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুমিত। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি থেকে তাঁকে পাকড়াও করেছিল তদন্তকারী দল। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, প্রথমে মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পরেই সুমিত রায়ের নাম উঠে আসে। তদন্তকারী সংস্থার পেশ করা চার্জশিটে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা সুজয় হাজরার হাত ঘুরে সুমিত রায়ের অফিসে এসে পৌঁছত। এদিকে শালবনির জমি কেলেঙ্কারির তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই ডায়মন্ড হারবারের এই মাটি চুরির ঘটনায় নাম জড়ানোয় সুমিতের ওপর চাপ যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল, তা বলাই বাহুল্য।

শিখা-ইন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশের জালে সবা জফর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের ‘শিখা ইন’ হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অবশেষে জালে উঠল শেষ অভিযুক্ত সবা জফর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার শিবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও গুন্ডাদমন শাখার যৌথ দল। পুলিশ সূত্রে খবর, অগ্নিকাণ্ড ঘটা হোটেলটি সবা ও তার স্বামী আবু জফরের নামেই লিজ বা ইজারা নেওয়া হয়েছিল। এর আগেই এই ঘটনায় ধরা পড়েছিল সবা-র স্বামী আবু জফর এবং হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র। সবা এতদিন পলাতক ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ অগস্ট গভীর রাতে চরম মর্মান্তিক এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। রাত আনুমানিক ২টো নাগাদ মির্জা গালিব স্ট্রিটে অবস্থিত ওই হোটেলের তিনতলায় আচমকাই আগুন ধরে যায়। রাত নামায় তখন হোটেলের সব ঘরের আবাসিকেরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় পুরো হোটেল চত্বর। ধোঁয়ার দাপটে দমবন্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে আতঙ্কিত আবাসিকেরা বাঁচার তাগিদে ছোটাছুটি শুরু করেন। আগুন দ্রুত আশপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। সৌভাগ্যবশত, যে হোটেলে আগুন লেগেছিল, তার থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বেই অবস্থিত দমকলের সদর দপ্তর। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলকর্মীরা। পাশাপাশি

নিউ মার্কেট থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উদ্ধারকারীদের দল দ্রুত সকলকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি; শিশুসহ মোট ৯ জন প্রাণ হারান।

এদিকে এই দুর্ঘটনার পরই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন হোটেলের মূল মালিক বীরেশ্বর মিত্র। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গত ২২ অগস্ট বেহালার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত বীরেশ্বরকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, তিনি মাসিক ৪০ হাজার টাকার চুক্তিতে হোটেলটি ভাড়া বা ইজারা দিয়েছিলেন আবু জফর ও তার স্ত্রী সবা জফরকে। বীরেশ্বরের বয়ানের ওপর ভিত্তি করেই প্রথমে আবু জফরকে পুলিশ আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে। তবে সবা জফর ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল। অবশেষে লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখা ও গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ জালে ধরা পড়ল সবা। তাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চালাতে চাইছে পুলিশ।

কালীপুজোর প্রস্তুতি। মানিকতলা খালপাড়ে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

মশাল মিছিলের পালটায় মধ্যরাতে পুলিশি অভিযান, অশান্ত এসআরএফটিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরপর কয়েকদিনের অশান্তি ও ছাত্র সংঘর্ষের পর এবার মধ্যরাতে ঐতিহ্যবাহী সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা এসআরএফটিআইয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকল বিশাল পুলিশ বাহিনী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে খোদ উপাচার্যের অনুরোধে প্রায় ৬০ জনেরও বেশি সশস্ত্র পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকদের ক্যাম্পাসের ভিতর প্রবেশ করতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়ারা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কার্যত ‘পুলিশি ব্যারাকে’ পরিণত করার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ছাত্র সংসদ।

ছাত্র সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকে হস্টেলের পেছনের গেস্ট হাউসের কাছে জড়ো হতে দেখা যায়। এত রাতে এত বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি কেন, তা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন তোলেন সাধারণ পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, ক্যাম্পাসে একটি ভীতির পরিবেশ তৈরি করে স্বাধীন কণ্ঠরোধ করার চক্রান্ত করছে কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, এই বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখ খুলেছেন প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য। তাঁর দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ পড়ুয়াদের বের করা একটি ‘মশাল মিছিল’ তাঁকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলেছিল। মিছিলের শেষে ক্যাম্পাসের বাইরে একটি

কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেই তিনি পুলিশকে ডেকে পাঠান বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এদিকে উপাচার্যের এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেছে ছাত্র সংসদ। তাঁদের বক্তব্য, মশাল মিছিল ও কুশপুতুল পোড়ানো ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ও রাজনৈতিক প্রতিবাদে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। মিছিল শেষ হওয়ার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর গভীর রাতে হঠাৎ পুলিশ মোতায়েন করার মধ্যে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন ছাত্রনেতারা। তাঁদের প্রশ্ন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াকে কর্তৃপক্ষ হুমকি হিসেবে দেখছে কি না তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগেও নিষেধাজ্ঞা বসানো হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অতীত ঘটনা টেনে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের দ্বিমুখী আচরণকেও কাঠগড়ায় তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, কিছুদিন আগেই যখন ক্যাম্পাসে বহিরাগত বা বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে সাধারণ পড়ুয়াদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তখন কিন্তু পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি। অথচ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে প্রতিবাদ করতেই মধ্যরাতে খাকি উর্দির ক্ষমতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ছাত্র সংসদের স্পষ্ট দাবি, উপাচার্য নিজের নিরাপত্তার বাহানা বানিয়ে ক্যাম্পাসে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসাতে চাইছেন। কিন্তু মুক্ত চিন্তা ও শিল্পচর্চার অঙ্গনে স্থায়ী পুলিশি নজরদারি থাকলে পড়ুয়ারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না। নিরাপত্তা রক্ষার নামে পুলিশি শাসন কায়েম না করে, পূর্ববর্তী হামলা ও হুমকির ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জোর দাবি জানানো হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সমস্ত পড়ুয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যে সম্পূর্ণ প্রশাসনের, তা আরও একবার মনে করিয়ে দেয় ছাত্র সংসদ।

শ্যামনগর শান্তিগড়ে মাঝবয়সির অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদের আসরে এক মাঝবয়সির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জগদ্দল থানার গারুলিয়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর শান্তিগড়ে। মৃতের নাম সৌমেন সরকার (৫৩)। গারুলিয়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অঞ্জনগড়ের বাসিন্দা মৃত ব্যক্তি পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিগড়ে নির্মীয়মাণ আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন মণ্ডল দম্পতি। মঙ্গলবার রাতে সৌমেন বাবু ওই ফ্ল্যাটে আসেন। ফ্ল্যাটের গৃহকর্তা সেইসময় বাড়িতে ছিলেন না। তিনি কাজে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, গৃহকর্ত্রী অন্তরা মণ্ডল এবং সৌমেন মিলে ফ্ল্যাটে মদ্যপান করেন। অন্তরা দেবীর দাবি, সৌমেন তাঁদের পরিবারিক বন্ধু। প্রতিদিন তাঁরা একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। তিনি জানান, মঙ্গলবার রাতে ফোনে মেসেজ করে তাঁর বাড়িতে আসার কথা বলেন সৌমেন। এরপর তাঁরা দু’জনেই ফ্ল্যাটে মদ্যপান করেন। মহিলার দাবি, চেয়ার থেকে উঠে বাড়ি যাওয়ার সময় বেসামাল অবস্থায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নাকি, এর পিছনে অন্য কারন আছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

চোরবাগান-কাণ্ডের তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য লালবাজারের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে লালবাজারের হাতে। ভিড় সামলানোর ব্যর্থতা, উদ্ধারকাজে সমন্বয়ের অভাব থেকে শুরু করে সিসিটিভি ফুটেজ গায়েব হওয়া; পুজো কমিটির চূড়ান্ত গাফিলতির একাধিক প্রমাণ এখন পুলিশ ও বিশেষ তদন্তকারী দলের বা সিটের আতশকাঁচের তলায়।

লালবাজার সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে চোরবাগানের মাইক্রোফোনে ঘোষণা করছিলেন কুশল মজুমদার ওরফে কালিয়া। অপর ধৃত সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টু তাঁকে মাইক হাতে দিয়ে পুজো কমিটির সদস্যদের বসার জায়গায় চলে যান। এরপরেই মাইক হাতে নিয়ে দর্শকদের মণ্ডপ থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন কালিয়া। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কালিয়ার দাবি, লালবাজারের এক পুলিশকর্তার পরামর্শেই তিনি ওই ঘোষণা করেছিলেন। তবে সেই ঘোষণার সঙ্গে দুর্ঘটনার সময় ও পরিস্থিতির কী যোগ ছিল, তা খতিয়ে দেখতে সিট তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে দুই ঘোষকেরই কণ্ঠস্বরের নমুনা (ভয়েস স্যাম্পল) সংগ্রহের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানাতে চলেছে পুলিশ। ইতিপূর্বে মণ্ডপশিল্পীকেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

একইসঙ্গে এও জানা গেছে, চোরবাগান মণ্ডপের নিরাপত্তা ও ভিড় নজরদারির জন্য মোট ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। লালবাজারের গোয়েন্দারা সেখান থেকে ২টি ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার (ডিভিআর) বাজেয়াপ্ত করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, একটি ডিভিআরে ১৪টি এবং অন্যটিতে ১৬টি ক্যামেরার ফুটেজ থাকার কথা। কিন্তু তদন্তে নেমে একটি ডিভিআর পরীক্ষা করে দেখা যায়, ১৬টির মধ্যে মাত্র ১৩টি ক্যামেরার ফুটেজ রয়েছে; বাকি ৩টি ক্যামেরার ফুটেজ গায়েব। কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে ঘোষক ওই ঘোষণা করেছিলেন, তা স্পষ্ট করতে এই হারানো ফুটেজের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে লালবাজার জানতে পেরেছে, ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ চোরবাগানের এক্সিট গেটের সামনে বহু মহিলা দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল। সেই সময়ই হঠাৎ পশলা বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি থেকে নিজেদের পোশাক ও সাজসজ্জা বাঁচাতে মহিলারা বাইরে না বেরিয়ে গেটের মুখেই আটকে পড়েন। ফলে পেছনের ভিড়ের চাপে প্রস্থানদ্বারের মুখ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রস্থানদ্বার থেকে মাত্র ১১ ফুট দূরে হুড়োহুড়ির জেরে মাটিতে পড়ে যান একের পর এক দর্শনার্থী, এবং তারপরেই ঘটে যায় সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

এদিকে লালবাজারের এক ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তা জানান, দুর্ঘটনার পেছনে মূলত তিনটি বড় কারণ রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান কারণ, মহিলা বলের অভাব। গেটের মুখে প্রচুর মহিলার ভিড় সামলানোর জন্য যে সংখ্যক মহিলা পুলিশ বা পুজো কমিটির মহিলা স্বেচ্ছাসেবক থাকা দরকার ছিল, সেই মুহূর্তে চোরবাগানে তার চরম ঘাটতি ছিল। একইসঙ্গে ছিল সমন্বয়ের অভাবও। যার ফলে মণ্ডপের ভেতরের বিশৃঙ্খলা বা প্রস্থানদ্বারের পরিস্থিতির খবর যে গতিতে এবং তৎপরতায় পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে পৌঁছনোর দরকার ছিল, তা করা হয়নি। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, সিকিউরিটি এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও। পুজো কমিটি যে বেসরকারি সিকিউরিটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, তাদের কর্মীদের কাছে পিঠে বহনের উপযোগী ‘ম্যানপ্যাক’ অর্থাৎ পোর্টেবল রেডিও সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন বা সঠিক সময়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

সম্পাদকীয়

হারের ভয়ে পুরভোট পিছিয়ে দেওয়ার খেলা শুরু বিরোধীদের

বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরই রাজ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ কয়েকটি পুরসভা ও পুরনিগমের নির্বাচন করাতে উদ্যোগী হয় রাজ্য প্রশাসন। কারণ, প্রশাসক বসিয়ে চালালেও সঠিক পুর পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত একটা বোর্ড থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটা বুঝেই কলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর-সহ কয়েকটি পুরসভার ভোট করাতে তৎপর হয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন। ইভিএম-সহ আনুষাঙ্গিক প্রস্তুতি শুরু করে কমিশন। কিন্তু এরই মধ্যে নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কারণ, বিরোধীদের নানা বায়নাক্কা। কখনও ডিলিমিটেশন, তো কখনও ভোটার তালিকা, কখ নও বা অন্য কোনও বাহানা শুরু করেছে বিরোধীরা। কমিশনের ডাকা সর্বদল বৈঠকে তারা যেভাবে একজোট হয়ে ভোটার তালিকায় পরিবর্তনের মরিয়া চেষ্টা করেছে, যার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। এখন তাদের আবদার, এসআইআরে যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের ফেরাতে হবে, তার পরেই ভোট হবে। বিরোধী দলগুলি একসুরে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যোগ্যদের ভোটাধিকার না ফিরিয়ে রাজ্যে কোনও পুরভোট করানো চলবে না। ওই বৈঠকে কলকাতার ২০৯টি ওয়ার্ডের বুথের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হলেও বিরোধীরা সেই সব মানতে নারাজ।। তাদের এক গোঁ, শুধুমাত্র বুথের তালিকা তৈরি করলেই হবে না, আসল প্রশ্ন হল, ভোটার তালিকা নিয়ে। যে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, অবিলম্বে তাঁদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এরই মধ্যে আর একদল আবার নির্বাচন বন্ধ করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। কলকাতা পুরসভার ডিলিমিটেশন বাতিল চেয়ে মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। কলকাতার আসন পুনর্বিন্যাস একতরফা ও সামঞ্জস্যহীন, এই অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করার আর্জি জানিয়েছেন শহরেরই এক নাগরিক। হাইকোর্ট সেই মামলা গ্রহণ করেছে। সবমিলিয়ে হারের ভয়ে আসন্ন পুরভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা শুরু হয়েছে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

শব্দছক ২৯৭

রবি দাস

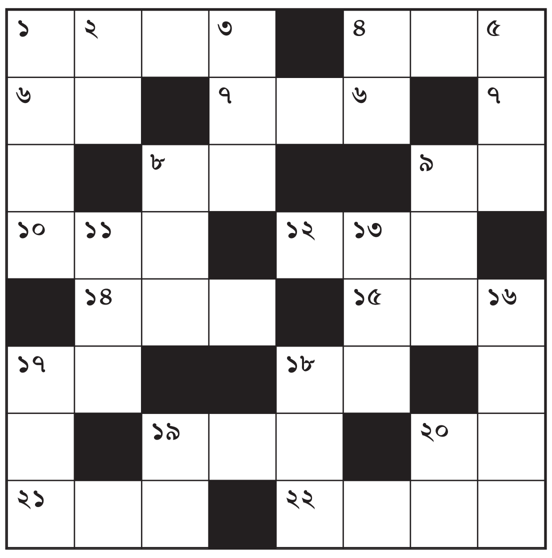

পাশাপাশি: ১. জলে নিমজ্জন ৪. শিশু শ্রীকৃষ্ণ ৬. মাতুল ৭. অগ্নি-সদৃশ ৮. পাক্কা ৯. মহাদেব ১০. আনন্দমঠ ১২. নড়াচড়ার ক্ষমতাহীন ১৪. বাসগৃহ ১৫. ঔষধিযুক্ত ১৭. দন্ড বা সময় ১৮. পা-ফুলে যাওয়া ব্যধি ১৯. রামায়ণে বর্ণিত মায়া হরিণ ২০. কাঁদন ২১. শক্ত বা মজবুত ২২. যে রথ দেখে মনে সুখ জন্মায়

ওপর-নিচ: ১. ময়লা পরিষ্কারকারী ২. বৌদ্ধ ভিক্ষুক ৩. ক্ষুদ্র পত্র ৪. বর্তুলাকার ৫. নিকৃষ্ট মানের ৮. পাপিষ্ঠ ৯. আনন্দ ১১. মিশ্রণ ১৩. পৃথকিকরণ ১৬. পুরীর মুখ্য দেবতা ১৭. শারীরিক ১৮. দৃষ্টি ১৯. সম্মান ২০. বিপদ

সমাধান ২৯৬ — পাশাপাশি: ১. দেবতা ৫. অবনমন ৮. অন্যরূপ ৯. কান্ত ১১. ভার ১৩. মর্মর ১৫. প্রত্যুষা ১৬. বিঘা ১৭. হীরক ১৮. দাম ১৯. টান ২০. লঙ্ঘন

ওপর-নিচ: ২. বদান্যতা ৩. ধ্রুব ৪. যম ৫. অপকার ৬. নক্র ৭. ননী ১০. ধর্ম ১১. কুপ্রথা ১২. ভাষাহীন ১৩. মঘা ১৪. রকম ১৬. বিকল ১৮. দান

আজকের দিন

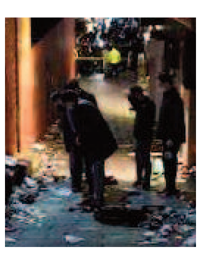

■ ১৯৬৯ — মার্কিন গবেষণাগারে ARPANET-এর মাধ্যমে প্রথম ইলেক্ট্রনিক বার্তা পাঠানো হয়, যা আজকের ইন্টারনেটের ভিত্তি স্থাপন করে।

■ ২০২২ — দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলের ইতায়েওনে হ্যালোইন উৎসবে ভয়াবহ পদদলনের ঘটনায় অন্তত ১৫৬ জন প্রাণ হারান।

জন্মদিন

বিজেন্দ্র সিং

১৯৮৫ *বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধা বিজেন্দ্র সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বরুণ অ্যারনের জন্মদিন।*

১৯৯৬ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্মদিন।*

বাম-ডান, তৃণ থেকে তেলাপোকা সব ঝুট হ্যায়!

সুবীর পাল

এবারের মতো শারদীয়া উৎসব বাংলা পাঞ্জি থেকে দে ছুট। মজারু ডুব সাঁতার ভুলে বাঙালি যে এখন কর্মমুখর। সঙ্গে চিন্তাপ্রবরও। বাস্তবের কপাল ভাঁজে এখন শুধু তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার গানকলি, 'কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম সাধের প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে নিজেই আমি পুড়ে গেলাম।' ছত্রটি প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র কন্ঠের একটি জনপ্রিয় গান। কিন্তু লাইনটির মর্মার্থ যে অধুনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এক চরম রাজনৈতিক আশঙ্কার তো অবশ্যই।

বাংলার বাঙালি সমাজ তাই তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিরাচরিত ঘরানার কথা ভাবতে গিয়ে বর্তমানে নিজেই আশঙ্কার দোলাচলে দুলছে। কখনও সে কল্পনা করছে আনমনে, 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা কে তাকে আশা দেবে? কে দেবে ভরসা?' আবার কখনও সে হতাশ হয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যক্ত করছে, 'সব ঝুট হ্যায়।' যদিও এই 'সব ঝুট হ্যায়' বিখ্যাত কথাটি সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে উল্লেখিত রয়েছে। এছাড়া কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের রচিত 'সব ঝুট হ্যায়' নামক উপন্যাসও বং পাঠকের কাছে তুমুল সমাদৃত হয়েছিল একদা।

আমাদের রাজ্য রাজনীতির একটা নিজস্ব রীতি আছে। এখানকার স্থানীয় ভোটদাতারা চট করে কিন্তু ভোল পাল্টায় না। শাসক দলকে পাঁচ বছর পরপর তাঁরা পাল্টে ফেলতে একদম নারাজ। শুধরে যাবার যথেষ্ট সুযোগ দেয় প্রায় প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কিন্তু কোনও শাসক দল এতো দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিক শাসন সুযোগ খুব একটা পায় না। সেখানে আমাদের রাজ্য কিন্তু ভীষণ রকম দৃষ্টান্তের। পশ্চিমবঙ্গের বিগত শাসক দলগুলো ছিল মূলতঃ কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল। তাদের সম্মিলিত শাসনকাল তো দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালকেই প্রায় ছুঁয়ে ফেলে আর কি। সর্বশেষ বিধানসভা ভোটের ফলাফলকে হাতিয়ার করে সম্প্রতি এখ ন রাজ্যে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। ভোটদাতাদের অভ্যস্ত নার্ভ স্পন্দন অনুভব করে তাই এখন থেকেই সরকার কর্তা থেকে শুরু করে ভাজপা দলের সংগঠকেরা তাই এখন থেকেই সদর্পে ঘোষণা করে চলেছেন, 'আগামী একশো বছরেও রাজ্যের শাসনভার থেকে আমরা সরছি না।

'এ হেন স্বঘোষিত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে কিন্তু একটা রাজনৈতিক গোপন ছোবলের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। স্থানীয় ভোটদাতারা যেমন হুট করে শাসকের মসনদ কেড়ে নিতে পছন্দ করেন না। ১৯৯৩ সালে রিলিজ হওয়া 'দামিনী' হিন্দি সিনেমায় অভিনেতা সানি দেওলের বিখ্যাত সেই ডায়ালগ 'তারিখ পে তারিখ' আদলে বঙ্গবাসী তাই 'পাঁচ বছর পে পাঁচ বছর' ক্ষমতার মওকা শাসককে দিয়েই চলে অবিরাম। তাই এখনকার বিজেপির মতো একদা কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতো, আমরা অপরাজেয়। বিরোধীদের প্রতি আস্ফালন সহযোগে টিটকারিও দিতে কসুর করতো না। 'ওরা আমরা' ঢক্কানিনাদ থেকে শুরু করে এও বলতে শোনা যেত, ভোটে দাঁড় করানোর জন্য বিরোধীদের প্রার্থীর অভাব থাকলে আমাদের অনুরোধ করতেই পারে। আমরা প্রার্থীর সাপ্লাই দিতে প্রস্তুত।' অথচ ব্যঙ্গের কি পরিণতি? আজ তারাআ বাস্তবে কেউ সাইনবোর্ড, কেউ সাংসদ পাঠাতেই অকৃতদার, তো আবার কেউ দলটার নিজস্ব নামটাই ব্যবহার করতে অক্ষম সদ্য সংগঠিত বিধানসভা উপনির্বাচনে। আসলে এখানকার নির্বাচকেরা কিন্তু বুথের বাইরের লাইনে দাঁড়িয়ে নির্মম সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হোন না সময় বিশেষে। ইভিএম সামনে ভয়ঙ্কর নির্মম এঁরা কিন্তু। এতোটাই নির্দয় যে তা এখ ন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে কংগ্রেস, সিপিএম থেকে আ মরি তৃণমূল। এদের পলিটিক্যাল প্রেজেন্ট ক্যারিয়ার দেখলে এখন সত্যিই করুণা করে বলতে ইচ্ছে করে, আহা রে বালাই ষাট। ১৯৭২ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশক ধরে কিন্তু রাজ্য বাঙালি বহু তাজ্য দলকে আঁস্তাকুড়েতে আপাতত চিরতরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও একবিন্দু দ্বিধাবোধ করেনি। সুতরাং এটা একবাক্যে মানতেই হবে, বঙ্গ ভোটার যেমন সোহাগ করে গাছে ওঠাতেও জানে দীর্ঘকালের লালন করে, তেমন গাছ ঝাঁকিয়ে মই কেড়ে পুরোপুরি মাটিতে কুপকাৎও করতে জানে চরম পাল্টা পালনে। অতএব অতি সম্প্রতি যাঁরা শতবর্ষ শাসনের দিবাস্বপ্ন দেখে আপন মোছে তা দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি একটাই অনুরোধ যে, বাংলা ভোটদাতাদের এইরূপ দ্বিতীয় চরিত্রটিও কিন্তু কদাপি উপেক্ষা করবেন না।

স্বাধীনতার দিনেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বা প্রিমিয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তখনও ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়নি, তাই রাজ্য সরকারের প্রধানকে আজকের মতো মুখ্যমন্ত্রী বলা হতো না। তাঁর এই প্রথম দফার দায়িত্বকাল ছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত।

এরপর ওই আসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত প্রজাতান্ত্রিক হওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন চিকিৎসক, প্রশাসক এবং কংগ্রেসি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তথাপি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খাদ্য সরবরাহ, বেকারত্ব এবং শহর-গ্রামের বৈষম্য ছিল বড় সমস্যা। অন্যদিকে, রাজ্যের শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ১৯৬২ সালের ১ জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁর সময়কাল ধরলে তিনি প্রায় সাড়ে চোদ্দ বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের প্রধান হিসেবে যুক্ত ছিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর কার্যকাল ছিল ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত।

বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে দায়িত্ব নেন এবং ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করেন। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। নবগঠিত বাংলা কংগ্রেস'এর নেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হোন। তাঁর প্রথম দফার শাসনকাল ছিল ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু বিভিন্ন দলের মতাদর্শগত পার্থক্য, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং প্রশাসনিক অস্থিরতার কারণে সেই রাজ্য সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এরপর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে আরেকটি সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেই সরকারের পতনের পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় প্রথমবারের মতো। ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে তা লাগু ছিল ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার অজয়কুমার মুখো পাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসে। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক অস্থিরতা হয়ে ওঠে লাগাম ছাড়া। ১৯৭০ সালের মার্চে এই সরকারের পতন ঘটে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন। তবে সেই সরকারও বেশিদিন টেকেনি। সুতরাং জুন মাসে রাজ্যের কপালে জোটে তথাকথিত রাষ্ট্রপতি শাসন। অর্থাৎ, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বারবার সরকার পরিবর্তন, জোটের ভাঙন এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের মুখোমুখি হয়েছে। একরকম রাজনৈতিক ডামাডোলের ফলে ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের যুগ শুরু হয়। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ১৯৭৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

এই সময় রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নকশাল আন্দোলন দমনের প্রশ্নে সরকারকে ঘিরে প্রবল বিতর্ক মাথা চাড়া দেয়। ১৯৭৫ সালে সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ, নাশবন্দির স্বেচ্ছাচারিতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতায় দখলদারি, বিরোধীদের দমন ও খুন এবং প্রশাসনের ভূমিকা বাংলাকে অশান্ত করে তোলে।

১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কালা শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকার পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফিতে কাটে। জ্যোতি বসু ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়কাল প্রায় ২৩ বছর পাঁচ মাস। তবে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্পাঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা বিতর্কও তৈরি হয়েছিল তাঁর আমলে। সমালোচকদের মতে, শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গি প্রবণতা, ঘনঘন ধর্মঘট এবং শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯০'এর দশকে ভারতের অর্থনীতি উদারীকরণের পথে এগোলেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন নীতি কিন্তু ম্যানেজমেন্টের কালো হাত ভেঙ্গে দাও পৃষ্টপোষকতাকে ত্যাগ করতে পারেনি। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও বামফ্রন্ট সরকারের কিন্তু পতন তখন ঘটেনি। শুধু তাঁর উত্তরসূরি হোন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেন। ২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল প্রায় দশ বছর ছয় মাস। ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে টাটার ছোট (ন্যানো) গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এলাকার একাংশ কৃষকদের তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ হয়। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে প্রস্তাবিত শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করেও প্রবল সংঘাত দেখা দেয়। সেখানে পুলিশের গুলিচালনা ও প্রাণহানির ঘটনা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ঘটনাগুলি বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরফলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

২০১১ সালের ২০ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে চরম নৈরাজ্য, বেনিয়ম, দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে জনসাধারণের মধ্যে আস্থাহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপি প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে আসে। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে তলানিতে নেমে যায় ক্রমান্বয়ে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে।

২০২৬ সালের ৯ মে বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর ফলে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো বিজেপির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হলো। কিন্তু এই নয়া সরকারের বিরুদ্ধেও পাবলিক অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে নারীদের কণ্ঠস্বর জোড়ালো হচ্ছে, বাসভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীরবতা স্পষ্ট, দলীয় কোন্দল এবং কোথাও কোথাও তোলাবাজির অভিযোগ স্যোশাল মিডিয়ায় উঠে আসছে অবিরাম ট্রোলে। আর তারই রেশ ধরে বিজেপি বিরুদ্ধ চড়া আওয়াজ আজকাল ধিক ধিক করে চওড়া হচ্ছে তো হচ্ছেই। অন্যদিকে রাজনীতির ময়দানে বিরোধী অস্তিত্ব আক্ষরিক অর্থেই আজ রাজ্যে আছে বলে মনে হয় না। বামেদের অবস্থান আদতে যে কি তা হয়তো নিজেরাই জানে না। কখনও কংগ্রেস বিরোধিতায় ক্ষমতা দখ ল তো কখন টিকে থাকার স্বার্থে কং-জোট, এটাই সাম্প্রতিক সিপিএমের দার্শনিক নামাবলী। কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে তো কর্মী শুন্য, কতিপয় নেতা সর্বস্ব চিত্রটাই প্রকট। তৃণমূল তো আজ দ্বি বা ত্রিখণ্ডিত। সিপিএমের বেবী ও টিএমসির মমতার পত্র প্রীতিতে রাজ্যবাসী যে বলতে শুরু করেছে, 'সব ধান্দাবাজ হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।' তাহলে বিজেপির বিরোধিতার তাৎক্ষণিক বিকল্প কি? এরাজ্যে তবে কি জমাট বাঁধবে জেন জেডের কল্পিত তেলাপোকা, টিকটিকি বা মশামাছি? আরে ওরা তো শুরু থেকেই বিদেশি ফান্ডিংয়ে ও আদর্শহীনতায় দিকভ্রান্ত। তাহলে বাংলা রাজনীতির আশু ভবিষ্যৎ? কে জানে, সম্ভবনা বলতে 'তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই!' তাই তো বলি, একালের এপার বাংলার 'পাগলা মেহের আলি চিৎকার করিয়া উঠিল, 'তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।'

অন্নদাশঙ্কর রায়: কালোত্তীর্ণ এক মানবিক লেখক

এস ডি সুব্রত

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো
তার বেলা?' (খুকি ও খোকা - অন্নদাশঙ্কর রায়)

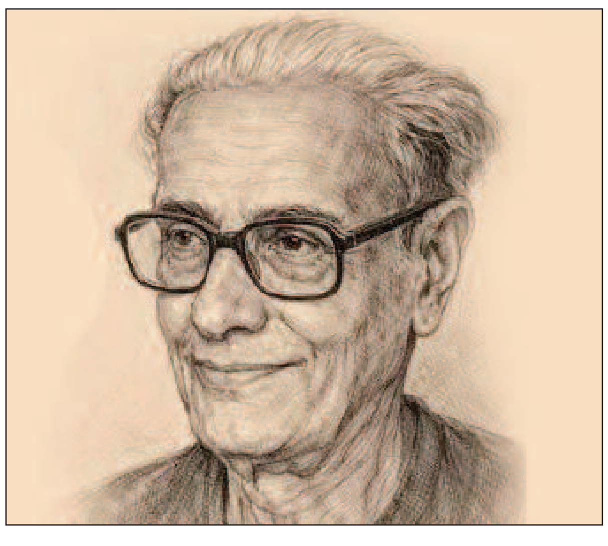

অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করতেন দেশ স্বাধীন করাই শেষ কথা নয়। তিনি সংস্কৃতির মন ও মননের অনুপম ভালোবাসায় সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলে কালোত্তীর্ণ এক মানবিক লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। এমন মানুষের মৃত্যু নেই। তিনি পাঠকের সঙ্গে রয়েছেন, রয়েছেন পাঠকের মনোজগত যা তাকে টিকিয়ে রেখেছে সগৌরবে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সৃষ্টিসম্ভার বৈচিত্র্যময় ও বিপুল। তিনি সমানতালে করাত চালিয়েছেন। শিল্প, সাহিত্য, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, স্মৃতিস্মরণে সমান গতিতে তিনি পারঙ্গম। যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই সাহিত্যের মাঠে সোনা ফলিয়েছেন অনায়াসে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মানসজগৎ স্বতন্ত্র। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ দু'ধারা থেকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে একসুঁতোয় বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঋদ্ধ মননের অধিকারী । ব্রিটিশ ভারতে বর্তমান উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে ১৯০৪ সালে জন্ম অন্নদা শঙ্কর রায়ের । পিতা ছিলেন ঢেঙ্কানল রাজস্টেটের কর্মী নিমাইচরণ রায় এবং তার মাতা ছিলেন কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের কন্যা হেমনলিনী । ছোটবেলায় ঢেঙ্কানলে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় । ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন ।অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় তৎকালীন পূর্ব বাংলার গ্রামচিত্র উঠে এসেছে। তিনি যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, কেও যদি কেবল শহরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখত তাহলে তার মনে ধারণা জন্মাত যে বাংলাদেশ একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ। কিন্তু একটু কষ্ট করে গ্রামগুলোর মাটি মাড়ালেই সেই ধারণা ধূলিসাৎ হতো। অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ গ্রাম ছিল মুসলিমপ্রধান।

তিনি আরও লিখছেন, যেখানে শতকরা নব্বই জন চাষি মুসলমান সেখানে শতকরা নব্বই ভাগ জমির মালিক হিন্দু। খ জমি থেকেই বাংলার হিন্দু মুসলমানদের সংঘর্ষ। তিনি মন্তব্য করেন-যেটা আসলে জমিঘটিত সেটাই ধর্মঘটিত হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ অন্নদাশঙ্কর রায় মেনে নিতে পারেননি। তার সাহিত্য চর্চায় দেশভাগের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ফুটে উঠেছে। তিনি সংস্কৃতির বিবর্তন গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, ''আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি যে দেশকে স্বাধীন করাটাই যথেষ্ট নয়, দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, কাজ করতে ও নির্মাণ করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের অন্বয় রক্ষা করতে হবে। লোক সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। তিনি ওপার বাংলার সঙ্গে পা ও মন মিলিয়ে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। মানুষে মানুষে ঐক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পথে প্রবাসে গ্রন্থে লিখেছেন- ''যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর দেশ দেখতে ভালো লাগে না, যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। ... যে দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকী সব সুন্দর হয়েছে।'' দেশ-ভূগোলের নামে মানুষের বিভক্তি অন্নদাশঙ্কর রায়কে ক্ষুব্ধ করেছে। অন্নদাশঙ্করের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। তিনি বাংলা সংস্কৃতির সারবত্তা সিঞ্চনে ব্যাপ্ত ছিলেন আজীবন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ আজকের বাংলাদেশ তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল খেত। তাঁর স্মৃতি, রচনায় বারবার ওঠে এসেছে পূর্ব বাংলার মানসচরিত। অন্নদাশঙ্কর রায় তার 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি'-তে লিখেছেন, ''প্রথম বয়সেই আমাকে এমন কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার ফলে আমার বাকি জীবনটাই যাই বদলে। বি-এ পাশ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবো ও সফল হলে বিলেত যাব। তার বছরখানেক বাদে সিদ্ধান্ত নিই যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুধু বাংলাতে করব। ইংরেজিতেও না। ওড়িয়াতেও না। তার পরের বছর সিদ্ধান্ত নেই যে আমি কোন প্রদেশে নিযুক্ত হতে চাই জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দেব তখনকার দিনের বাংলাদেশ। ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে নয়।ক্ষ্ম শান্তিনিকেতনে সরাসরি সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্নদাশঙ্কর রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, '' তুমি বাংলাদেশ বেছে নিলে কেন'?'। তিনি উত্তর বলেছিলেন, ''আমি বাংলাসাহিত্যের লেখক। তাই বাংলাদেশ আমার প্রকৃত স্থান। '' অন্নদাশঙ্কর রায়ের এ স্বীকারোক্তি তাঁর স্থান ও ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। তার জীবনবোধ বাংলার মাটি ও ভাষায় প্রোথিত। তিনি আরও বলেন, দেশ দেখা কেবল প্রকৃতিকে দেখা নয়, মানুষকেও দেখা।. . .আমি যাদের কথা লেখি তারা ব্যক্তি। তিনি পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। নওগাঁয় অবস্থানকালীন অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ব বাংলার মাটি, মানুষ, নদী ও প্রকৃতির প্রেমে পড়েন। যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি' তে তিনি উল্লেখ করেছেন- নওগাঁ মহকুমা সৃষ্টির মূলে গাঁজার চাষ। নওগাঁর যে পাড়াটি গাঁজা কালটিভেটার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলেছে সেটি একটি ছোটখাটো টাউনশীপ। তাঁর এই প্রেম আরও প্রগাঢ় হয় কুষ্টিয়ায় মহকুমা হাকিমের দায়িত্ব পালনের সময়। 'জীবন যৌবন' গ্রন্থে তিনি লেখেন- ''আমরা কুষ্টিয়ায় যত সুখী ছিলুম আর কোথাও অত সুখী ছিলুম না। আমি তো ভেবেছিলুম অকালে অবসর নিয়ে কুষ্টিয়াতেই বসবাস করব। সেই মহকুমাতেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ আর লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া। তিনি এসময় লালনের ওপর বড় ধরনের কাজ করেন। তিনি বলেন, আমার মতে রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়াই হচ্ছে সারা বাংলার হৃদয় ভূমি।''

তিনি আরও লিখেছে আইসিএস নিযুক্তির পর এক এক করে অনেকগুলি জেলায় কাজ শিখি ও কাজ করি। মুর্শিদাবাদ। হুগলি। বাঁকুড়া। রাজশাহী। চট্টগ্রাম। ঢাকা। আবার বাঁকুড়া। নদীয়া। আবার রাজশাহী। আবার চট্টগ্রাম। ত্রিপুরা। মেদিনীপুর। আবার বাঁকুড়া। আবার নদীয়া। বীরভূম। ময়মনসিংহ। হাওড়া। এখানে অবিভক্ত বাংলায় ছেদ। অতঃপর কলকাতা। আবার মুর্শিদাবাদ। আবার কলকাতা। এখানে চাকরিতে শেষ। বাংলার রেনেসাঁসের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত অন্নদাশঙ্কর রায়। তার সাহিত্য সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি বাংলার রেনেসাঁস গ্রন্থে, রেনেসাঁস শব্দটি দারুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন- ''রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি।ক্ষ্ম অন্নদাশঙ্কর গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুমিকা রেখেছেন। ছড়া, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী মিলিয়ে তার গ্রন্থের সংখ্যা বাংলা ১২৩, ইংরেজী ৯ এবং ওড়িয়া ভাষায় ৩। তার প্রথম উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯), প্রথম ছড়ার বই 'ইড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২), ছোটদের বই 'রাঙা ধানের খই' (১৯৫০), প্রথম গল্পগ্রন্থ 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩১), প্রথম কাব্য নাটক 'রাতের অতিথি' (১৯৫৪), প্রথম ভ্রমণ কাহিনী 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১)। তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন যেমনত্তসমাজ সংস্কৃতির সঙ্কট নিয়ে, তেমনি লিখেছেন রাজনৈতিক বিষয়-আশয় নিয়ে। শিল্পীর স্বাধীনতা ও নন্দনতত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসা নিয়ে লিখেছেন। মিল্টন, ভলতেয়ার, রুশো, রমা রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, টলস্টয়, বঙ্গবন্ধু, নজরুলকে নিয়েও লিখেছেন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে- উপন্যাস সত্যাসত্য (৬টি উপন্যাস), অসমাপিকা, পুতুল নিয়ে খেলা, না ও কন্যা। প্রবন্ধ তারুণ্য, আমরা, জীবনশিল্পী, জীয়নকাঠি, দেশকালপাত্র, প্রত্যয়, নতুন করে বাঁচা ও আধুনিকতা। আত্মজীবনী বিনুর বই, ও জাপানে। ছোটগল্প দু কান কাটা, হাসন সখী, মন পাহন ও গল্প। অন্নদাশঙ্কর একজন মানবতা বাদী লেখক। তাঁর কাছে মানুষের পরিচয় শুধু মানুষ হিসাবে। ছেলেবেলার স্মৃতিতে তিনি বলেছেন,;'এক পুরাতন শক্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার বয়স যখন সাত কি আট বছর বয়স তখন আমার মা, বাবা, বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর থেকে আমি বৈষ্ণব ঐতিহ্যে মানুষ, কিন্তু আমাদের বাড়ির পেছনেই বাস করতেন এক ঘর মুসলমান, পাড়াতেই এক ঘর খ্রীষ্টান ও এক ঘর ব্রাহ্মণ। এছাড়া প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বাবা ও কাকাদের নানা সম্প্রদায়ের বন্ধুবান্ধব আসতেন। আমার সবচেয়ে ছেলেবেলার ফটো যার কোলে বসে তোলা, তিনি আমাদের পাঠান মাষ্টার। পারিবারিক গ্রুপ ফটোতে তাঁরও স্থান। বাড়িতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলও ছিল। ছেলেবেলায় আমার কাকা আমাকে চার্চেও নিয়ে গেছেন। সেখানে আমি চোখ বুঁজে উপাসনাও করেছি, মন্ত্রপূত বুটিজস লও মুখে দিয়েছি। আমাদের বাড়িতে বাবাজী মাতাজীরা যেমন আসতেন, তেমনি আসতেন ফকির, যোগী ও কত রকম লৌকিক ধর্মের সাধু-সন্ত। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি যে মানুষকে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলে বোঝান যায় না'।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাফল্য সবার, ব্যর্থতা নিজের। সবাই সফলতার সমাদর করে, আনন্দে মেতে ওঠে। ব্যর্থ হলেই লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, দুঃখ না করে তাকেই কলঙ্কিত করে।

কোট-আনকোট

নন্দীগ্রামের মানুষ ভবানীপুর ছাড়তে বলছিল। আমি জানিয়েছিলাম যিনি দু'বার আমার কাছে হেরেছেন, তিনি আবার দাঁড়ানোর সুযোগ পেতেন। বয়স প্রায় ৭৫। এই বয়সে আর না দাঁড়ানোই ভালো। বিশ্রাম নেওয়ার কথা এখন।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদা মেডিক্যালে কার্ডিওলজি ও নেফ্রোলজি ওপিডি বিভাগের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মালদা মেডিক্যাল কলেজে চালু হল কার্ডিওলজি ও নেফ্রোলজি ওপিডি বিভাগ। এক কথায় এই মেডিক্যাল কলেজ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবার হৃদযন্ত্র ও কিডনির চিকিৎসায় মিলবে নতুন পরিষেবা। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আরও একধাপ এগোল মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। বুধবার হাসপাতালের ওপিডি বিল্ডিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল কার্ডিওলজি ও নেফ্রোলজি বিভাগের বহির্বিভাগ বা ওপিডি পরিষেবা। এদিন দুপুরে এই দুই পরিষেবার সূচনা করেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পার্থ প্রতীম মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল

কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ গণেশ চন্দ্র গাইন, হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বাপীলাল বালা-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজি ও নেফ্রোলজির ওপিডি পরিষেবা না থাকায় এই দুই বিভাগের চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীকেই অন্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হতে হতো। আবার অনেককে বেসরকারি ক্ষেত্রে বেশি অর্থ খরচ করে চিকিৎসা করাতে হতো। বিশেষত আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট সমস্যার। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় হৃদরোগ ও কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কার্ডিওলজি ওপিডি পরিষেবা মিলবে সপ্তাহে দু'দিন, শুক্রবার ও শনিবার। ইকো পরিষেবা পাওয়া যাবে বুধবার। অন্যদিকে, নেফ্রোলজি ওপিডি চলবে সপ্তাহে তিন দিন সোমবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার।

ঝাড়গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত

বসছে ২০টি জলশীতল যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শহরের ব্যস্ততম মোড় থেকে জনবহুল এলাকা সর্বত্র সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। রশ্মি গোষ্ঠীর সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের সহায়তায় ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হচ্ছে ২০টি জলশীতল যন্ত্র। বুধবার প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি যন্ত্রের উদ্বোধন করেন বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। এই উদ্যোগে শহরে আসা সাধারণ মানুষ, পথচারী ও নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধন কর্মসূচির পর ঝাড়গ্রাম শহরের কে কে আই সংলগ্ন বিধানসভা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। তিনি জানান, প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে ঝাড়গ্রাম শহরে আসেন আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ। বাসস্ট্যান্ড-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ এবং সাধারণ পথচারীদের পক্ষে বারবার দোকান থেকে বোতলবন্দি জল কেনা সম্ভব হয় না। এই বাস্তব সমস্যার কথা বিবেচনা করেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জলশীতল যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিধায়ক আরও জানান, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে রশ্মি গোষ্ঠীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতার তহবিল থেকে সাধারণ মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হলে সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলে। সেই সহযোগিতাতেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শহরের পাঁচমাথার মোড়-সহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জলশীতল যন্ত্র বসানো হচ্ছে। বাকি ১৫টি যন্ত্রও আগামী দিনে শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় বসানো হবে। শুধু পানীয় জলের ব্যবস্থাই নয়, শহরের মহিলাদের স্বাস্থ্যবিধি ও নাগরিক পরিষেবার উন্নতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক। মহিলাদের জন্য ঋতুকালীন স্বাস্থ্যসামগ্রী সরবরাহের যন্ত্র বসানোর

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম শহরের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে বিভিন্ন এলাকায় ফুলের গাছ লাগানোর উদ্যোগও নেওয়া হবে। এ বিষয়ে রশ্মি গোষ্ঠীর জেনারেল ম্যানেজার শুভ মজুমদার বলেন, 'ঝাড়গ্রামে বিগত দিনেও আমরা একাধিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। তার মধ্যে অন্যতম হল ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো। বর্তমানে বিধায়কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পানীয় জলের জন্য জলশীতল যন্ত্র বসানোর পাশাপাশি মহিলাদের জন্য শৌচাগার তৈরির কাজও করা হচ্ছে।' শহরের নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পূর্ণ হলে ঝাড়গ্রাম শহরের একাধিক জনবহুল এলাকায় পানীয় জলের সুবিধা আরও সহজলভ্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুজো শেষ, আরামবাগে রেশন জোগানের ব্যর্থতা ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের ঘোষণা ছিল, পুজোয় সস্তায় চিনি-আটা, বিনামূল্যে চাল-গম। কিন্তু উৎসব পেরিয়েও বহু গ্রাহকের হাতে পৌঁছল না সেই রেশন। ডিলার বলছেন, ডিস্ট্রিবিউটার মাল দেয়নি। আর এই দায় ঠেলাঠেলির মাঝে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। পুজোর মাস শেষ হতে চললেও আরামবাগের একাধিক এলাকায় শতভাগ গ্রাহকের কাছে রেশন পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ। তাহলে সরকারের ঘোষিত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার দায় নেবে কে? প্রশ্নের মুখে খাদ্যদপ্তরের নজরদারি, প্রশাসনিক তৎপরতা এবং গোটা বণ্টন ব্যবস্থার কার্যকারিতা। পুজোর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়, উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে বিশেষ রেশন উপহার। সরকারি ঘোষণায় প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, বাজারদরের চাপে জেরবার পরিবারগুলি অন্তত পুজোর মাসে কিছুটা স্বস্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। উৎসব শেষ, পুজোর আনন্দও কার্যত অতীত। অথচ বহু রেশন গ্রাহকের কাছে এখনও পৌঁছল না সরকারের ঘোষিত উপহার। কোথাও রেশন সামগ্রী অপর্যাপ্ত, কোথাও আবার সরবরাহের ঘাটতির অভিযোগ। সব মিলিয়ে আরামবাগের বহু গ্রাহকের প্রশ্ন, ঘোষণা যদি বাস্তবায়নই না হয়, তাহলে সেই ঘোষণার অর্থ কী? এই ঘোষণাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন উপভোক্তারা। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কাছে রেশনের সামগ্রী শুধু সরকারি সুবিধা নয়, সংসারের খরচ সামলানোর অন্যতম ভরসা। কিন্তু আরামবাগ

ব্লকের একাধিক এলাকায় অভিযোগ, সেই প্রতিশ্রুতির পুরো সুবিধা এখনও পাননি বহু গ্রাহক। পুজোর মাস প্রায় শেষের মুখে পৌঁছলেও বহু জায়গায় ১০০ শতাংশ গ্রাহকের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। আরামবাগের খালোড় এলাকার রেশন ডিলার গোপাল কোলে ও মধুসূদন দে-র বক্তব্যে উঠে এসেছে সরবরাহের ঘাটতির অভিযোগ। তাঁদের দাবি, পর্যাপ্ত রেশন সামগ্রী না থাকায় বহু গ্রাহককে প্রাপ্য সামগ্রী দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবিষয়ে আরামবাগের মহকুমা শাসক খুশহালি সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। মহকুমা শাসকের এই আশ্বাসের পর এখন নজর থাকবে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

নাবালিকাকে আটকে যৌন হেনস্তা, ধৃত ৭৪ বছরের বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নাবালিকাকে আটকে শারীরিক ভাবে অত্যাচার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক বৃদ্ধ। অভিযোগ, দুর্গাপুরের এ-জোন ফাঁড়ি এলাকার শিবাজী সাউ নামের ৭৪ বছরের এক বৃদ্ধ নাবালিকাকে আটকে রাখেন। তাকে শারীরিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় নাবালিকা। এরপরই গোটা ঘটনা জানিয়ে দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে শিবাজী সাউকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। বুধবার ধৃতকে পুলিশি হেপাজত চেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাঁকুড়া পুলিশে বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা পুলিশে ব্যাপক বদল ঘটানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপারের এক নির্দেশনামায় এই বদল ঘটানো হয়েছে। বাঁকুড়া পুলিশ লাইন থেকে ৬ আধিকারিককে বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়েছে। এই ৬ আধিকারিক অসিত সিংহ ঠাকুর, সুব্রত হালদার, মধুমঙ্গল বাউড়ি, তারাচাঁদ মান্ডি, তাপস কুমার তা ও বুদ্ধদেব নন্দীকে যথাক্রমে ইন্দাস, মেজিয়া, খাতড়া কোর্ট (জিআরও), বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি ও জয়পুর থানায় পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চয়ন কুমার ঘোষকে খাতড়া থানায় পাঠানো হয়েছে। দুর্নীতি দমন শাখার দায়িত্বে থাকা কৌশিক হালদারকে ইন্দাস থানার ওসি করে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, বাঁকুড়া থানা থেকে সুশান্ত মণ্ডলকে দুর্নীতি দমন শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুর ব্লকের বক্সি আউট পোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সত্যবান মাহাতোকে বিষ্ণুপুর থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মেজিয়া থানার দিব্যেন্দু ভুঁইয়াকে বক্সি আউট পোস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাজলঘাটির শুভম রায় চৌধুরিকে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে আনা হয়েছে। বড়জোড়ার মালিয়াড়া আউটপোস্ট থেকে রবিন সরখেলকে কোতুলপুরে পাঠানো হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কাসিমবাজার ব্রাঞ্চ
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২ ১০১, ই-মেইল: C642@indianbank.co.in

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১৪.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন, যা নিম্নলিখিতদের আহ্বান জানিয়েছিল,

১. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রী লব কর্মকার, পিতা- দুলাল কর্মকার, ৬/২৪, দম দম রোড, পোঃ- ঘুঘুডাঙ্গা, থানা- সিঁথি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০ ০৩০। অন্যান্য ঠিকানা: ১০/৩, ইস্ট মল রোড, মণ্ডল গঁতি, পোঃ- মল রোড, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা, পিন- ৭০০ ০৮০।

২. গ্যারান্টার: শ্রীমতী অপরাজিতা প্রামানিক, স্বামী- লব কর্মকার, ৬/২৪, দম দম রোড, পোঃ - ঘুঘডাঙ্গা, থানা- সিঁথি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০ ০৩০। অন্যান্য ঠিকানা: ১০/৩, ইস্ট মল রোড, মণ্ডল গঁতি, পোঃ- মল রোড, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা, পিন-৭০০ ০৮০। এবং আরও ঠিকানা: কন্যা- অর্ধেন্দু প্রামানিক, ১৯ভি/২, ২য় ফ্লোর, পোঃ- ঘুঘডাঙ্গা, থানা- সিঁথি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩০।

আমাদের কাসিমবাজার ব্রাঞ্চের কাছে নোটিশে উল্লিখিত ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৩৬,৪৮,১৭৬.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) **(বুক ব্যালেন্স ২২,৯০,২৮৮.০০ টাকা + এমওআই- ১৩,৫৭,৮৮৮.০০ টাকা)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৩৬,৪৮,১৭৬.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) **(বুক ব্যালেন্স ২২,৯০,২৮৮.০০ টাকা+এমওআই-১৩,৫৭,৮৮৮.০০ টাকা)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

"সিকিউরিটিগুলোর উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সম্পর্কিত সারফেসি (SARFAESI) অ্যাক্ট-এর ১৩(৮) নম্বর ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধক রাখা সম্পদ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ (এক) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট পরিমাপের জমি, যার উপর নির্মিত দোতলা পাকা ভবন রয়েছে যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ৬১৩.৮৫ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোরের পরিমাপ ৬১৩.৮৫ বর্গফুট, অর্থাৎ মোট ১২২৭.৭০ বর্গফুট, যা মৌজা - মণ্ডল গঁতি, জে.এল. নং ৬, আরএস নং ১৩১, ১৩২ তৌজি নং ১৯৯৮, সিএস খতিয়ান নং ৩০৭, আরএস খতিয়ান নং ৩০২ এর অন্তর্ভুক্ত, সিএস দাগ নং ৩২৭, আরএস দাগ নং ৩৫০ এর অধীনে রাজারহাট থানার মধ্যে, এডিএ-সআর - বিধান নগর (সল্ট লেক সিটি) বিধান নগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে যার হোল্ডিং নং আরজিএম-২০৬, ওয়ার্ড নং ৮ এবং প্রাঙ্গণ নং ১০/৩, ইস্ট মল রোড, মণ্ডল গঁতি, পোঃ - মল রোড, থানা বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০ ০৮০, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় **শ্রী লব কর্মকারের নামে অবস্থিত। ভবনের সীমানা (ডিড অনুযায়ী):** উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং ১১/২ এবং ১১/৩, দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং ১০/৪, পশ্চিমে: প্রাঙ্গণ নং ১০/২।

তারিখ: ২৮.১০.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কাসিমবাজার — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫, (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণের এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা ২০.১১.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, ২৭.১০.২০২৬ তারিখে ৩২,৩২,১৫৬.০০ টাকা [illegible] আদায়ের জন্য [illegible]

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য [illegible] সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতী জবা দাস, [illegible] ২. জামিনদাতা: শ্রীমতি রীনা ঘোষ, [illegible] ৩. জামিনদাতা: শ্রী দীপক চক্রবর্তী, [illegible] খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।	[illegible]	৩২,৩২,১৫৬.০০ টাকা [illegible] ২৭.১০.২০২৬ [illegible]	ক) ২৬,১৭,০০০.০০ টাকা (*) [illegible] খ) ২,৬১,৭০০.০০ টাকা [illegible] গ) ১০,০০০.০০ টাকা [illegible] ঘ) IDIB30151198981 ঙ) সম্পত্তির দায় জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২০.১১.২০২৬ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

[illegible]

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৭.১০.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কল্যাণী — ইন্ডিয়ান ব্যাংক

মহর্ষি কমার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
CIN : U74140WB1983PLC223632
ফোন : ০১১-৪১৫০১৯৯৫, ই-মেইল : finance@vpgrp.in

৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ (আরওসি), কলকাতা কর্তৃক কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৯৬(১) এর অধীনে ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ২ মাসের বর্ধিত সময় মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে, সভাটি বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আহ্বান করা হচ্ছে।

এছাড়াও, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং তার সাথে পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ এবং সংশোধিত এসএস-২ এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক উপায়ে পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে এবং সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন (রিমোট ই-ভোটিং)।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত যোগাযোগ, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড, সভার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত মোডে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। এই যোগাযোগ এবং সভার বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ২০ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২২ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টার/বেনিফিশিয়াল মালিকদের তালিকায় রয়েছে, কেবলমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার পাশাপাশি সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

যে সকল বিনিয়োগকারী বিজ্ঞপ্তি/ই-মেইল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে আছেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নং/ডিপি-আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে কোম্পানির ঠিকানা ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ বা finance@vpgrp.in-এ অথবা রেজিস্ট্রার অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ (ই-মেইল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com) (ফোন নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯)-এ লিখিত/ই-মেইল যোগাযোগ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্য যদি আগে থেকেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সভায় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুযায়ী, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকগুলি ১৭ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৩ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা/বেনিফিশিয়াল মালিকরা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭, ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com, যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মহর্ষি কমার্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কুমার বানসাল (ডিরেক্টর)
ডিআইএন : ১০২৮৩৬০২

তারিখ : ২৮.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
রেজি অফিস ঃ ৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, পোস্ট - সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ (পশ্চিমবঙ্গ)
ইমেল ঃ info@karnikaindustries.com, **ফোন নং :** 033-2655-8101, +91-98302-28105,
ওয়েবসাইট ঃ https://karnikaindustries.com/

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত রেজোলিউশনটি কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যগণ কর্তৃক পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে, কেবলমাত্র রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়ার (''রিমোট ই-ভোটিং'') মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য এই সুবিধা প্রদান করেছে। এটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'')-এর ধারা ১১০ সহ ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (বলবৎ থাকাকালীন যেকোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়নসহ), কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (''রুলস'')-এর রুল ২০ ও ২২, ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং এ বিষয়ে পরবর্তী সার্কুলারসমূহ (যার মধ্যে সর্বশেষ হল ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২৫) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 (সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলার), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনসের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (বলবৎ থাকাকালীন), প্রযোজ্য সেবি সার্কুলার / মাস্টার সার্কুলারসমূহ, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (''SS-2'') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নিয়মাবলি (বলবৎ থাকাকালীন যেকোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়নসহ) অনুসারে করা হচ্ছে। রিমোট ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (''ই-ভোটিং / রিমোট ই-ভোটিং) সদস্যগণের সম্মতি প্রার্থনা করে প্রেরিত এই বিজ্ঞপ্তি ইমেলের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যকে পাঠানো হয়েছে, যাঁরা ডিপিজিটরি পার্টিসিপেন্টস (DD)-এর কাছে (ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে) তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং যা কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ডিপজিটারি / রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট কর্তৃক কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়ে সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য ঃ

১. **কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের লিস্টিং / ট্রেডিং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর এমার্জ প্ল্যাটফর্ম থেকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর মেইন বোর্ডে এবং বিএসই লিমিটেড ('বিএসই')-এর মেইন বোর্ডেও স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান।**
২. **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা হিরাওয়াত (DIN: 11932330)-কে নন-এক্সিকিউটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে নিয়মিত করা।**

কোম্পানি সদস্যগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মেসার্স স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিষেবা নিয়োগ করেছে। রিমোট ইং-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। সদস্যগণের ভোটাকার কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ শুক্রবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৬ অনুযায়ী গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তি কেবল অবগতির জন্য গণ্য করতে হবে। পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের কাজ বুদবার, ২৮শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ই-ভোটিং শুরু হবে বৃহস্পতিবার, ২৯শে অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ৯ঃ০০ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ঃ০০ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)।

এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ঃ০০ টার (ভারতীয় প্রমাণ সময়) পর ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। কোনো সদস্য একবার কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিলে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে) সদস্যদের দ্বারা পাশ করা প্রস্তাবগুলিকে এমনভাবে পাশ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, যেন সেগুলি সদস্যদের একটি সাধারণ সভায় পাশ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত হলে, রেজোলিউশনগুলি রিমোট ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখে, অর্থাৎ শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫ঃ০০ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) পাশ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহের নির্দেশিকা অনুসারে, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশের কোনো শারীরিক কপি (কাগজের কপি), পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড বিজনেস রিপ্লাই খাম পাঠানো হয়নি। সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন তাঁদের সম্মতি বা অসম্মতি কেবলমাত্র ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে জানান। যে সদস্যগণ এখনও তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তাঁদের ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে ডিপজিটরির কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলিসহ বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://karnikaindustries.com-এও পাওয়া যাবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ https://evoting.ndsl.com/-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (FAQs) ও ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে admin@skylinerta.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ও স্বচ্ছ উপায়ে পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতী পুনম বিনানী (CP নং - 12552 / সদস্যপদ নং - A33638)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ভোটার ফলাফল ৩০শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট https://karnikaindustries.com ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.ndsl.com-এ প্রকাশ করা হবে। ফলাফল কোম্পানির শেয়ার যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ এনএসই এমার্জের এসএমই প্ল্যাটফর্মকেও জানানো হবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
Sd/-
নিরঞ্জন মুন্দ্রা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 05254448

স্থান ঃ হাওড়া
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২৬

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের)-কে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের সাথে চুক্তিবদ্ধ হারের সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(রা) উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	ক) আজ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. **মেসার্স আগরপাড়া কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান (অংশীদারিত্ব সংস্থা)** সাউথ স্টেশন রোড, পোঃ - আগরপাড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা আগরপাড়া স্টেশন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১০৯। ২. **শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ চ্যাটার্জি ৩. **শ্রী শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়** পিতা- প্রয়াত অনন্ত নারায়ণ চ্যাটার্জি ৪. **শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত দুর্গা নারায়ণ চ্যাটার্জি ৫. **শ্রী বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত প্রদ্যুৎ কুমার চ্যাটার্জি ৬. **শ্রী পিনাকী চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত প্রদ্যুৎ কুমার চ্যাটার্জি ৭. **শ্রী শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত লক্ষ্মী নারায়ণ চ্যাটার্জি ৮. **শ্রী দেবদীপ চ্যাটার্জি** পিতা- প্রয়াত অমল কুমার চ্যাটার্জি ৯. **শ্রীমতী বীথিকা চ্যাটার্জি** স্বামী- প্রয়াত অমল কুমার চ্যাটার্জি সকলেরই ঠিকানা দেবেন্দ্র ধাম, আগরপাড়া, নর্থ স্টেশন রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, থানা খড়দহ, কলকাতা ৭০০১০৯।	ক) ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং *************৫৫৭৮ এর অধীনে বকেয়া **১,৩৫,৩০,৪৮৭.৭২ টাকা** (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ২৯.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং ************২৫১৯ এর অধীনে বকেয়া **৩৪,৮১,৬০০.০৮ টাকা** (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), খ) ১৮.০৬.২০২৬ গ) ২৮.১০.২০২৬

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ১৩৩.৭৫ শতক পরিমাপের জমি কমবেশি, যা মৌজা - বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ২, রে. সা নং ১৩, তৌজি নং ৬৩, সি.এস. খতিয়ান নং ৮০, ২৯৮, যার সমতুল্য আর.এস. খতিয়ান নং ৬১৪ এবং ৬১৮, দাগ নং ৩৩, ৩২, থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনায় কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং ৮৪৮ স্টেশন রোড, আগরপাড়ায় অবস্থিত, এর সাথে উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ। **সীমানা : উত্তরে :** সাউথ স্টেশন রোড, **পূর্বে :** ফ্যাক্টরি শেড এবং অন্যান্য পার্টি, **পশ্চিমে :** সরু রাস্তা এবং আবাসিক এলাকা, **দক্ষিণে :** ফাঁকা জমি।

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য] — অ্যানেক্সার এফ
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বরানগর ব্রাঞ্চের অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০২.০৬.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা শ্রী সত্যজিৎ দে এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সুনিতা দে**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৪,৬৩,১৮৬.৫০/- টাকা (কথায় চোদ্দ লক্ষ তেষট্টি হাজার একশো ছিয়াশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বরানগর ব্রাঞ্চের ১৪,৬৩,১৮৬.৫০/- টাকা** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নং ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং ১ডি যা ফার্স্ট ফ্লোরে (উত্তর দিকে) অবস্থিত, যাতে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর এবং একটি টয়লেট রয়েছে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ৬০২ বর্গফুট কমবেশি, যা জি-৩ তলা ভবনের মধ্যে অবস্থিত, মৌজা- বরানগর, জে.এল নং ৫, আর.এস নং ৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ৭৩২২, এল.আর. দাগ নং ১০৪৯৩ এর অন্তর্ভুক্ত, যার জমির পরিমাপ ০.০৩১৯ ডেসিমেল, আর.এস খতিয়ান নং ২৩৯৭, দাগ নং ৭৩২৬, এল.আর. দাগ নং ১০৪৯৫ এ যার জমির পরিমাপ ০.৩৯৪ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ২৪০০, দাগ নং ৭৩২৭, এল.আর. দাগ নং ১০৪৯৬ এ যার জমির পরিমাপ ০.২৫৭ ডেসিমেল খতিয়ান নং ২৪০১, বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ২(পুরানো), ৩৩(নতুন), মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৮৩ এবং ২৭৯(পুরানো), ২৮৩(নতুন), প্রেমিসেস নং ৩৪, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী লেন, পোঃ এবং থানা বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬-এ, এ.ডি.এস.আর, কাশীপুর দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার এখতিয়ারের মধ্যে, যা ০৭-০৯-২০১৮ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয়ের চুক্তি নং I-150608101/2018 এবং ০৩.০৫.২০১৯ তারিখের মূল নিবন্ধিত ডিড অফ কনভিয়েন্স নং I-1506-03773/2019 জমা দেওয়ার মাধ্যমে শ্রী সত্যজিৎ দে-এর নামে রয়েছে।

সম্পত্তির সীমানা :

	ফ্ল্যাট	সম্পত্তি
উত্তরে	খোলা জায়গা	প্রেমিসেস নং ৩১ রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী লেন দ্বারা
দক্ষিণে	করিডোর/লিফট/ডাক্ট	প্রেমিসেস নং ১৫ প্রামাণিক ঘাট রোড দ্বারা
পূর্বে	অন্যের ফ্ল্যাট (১ই)	বরানগর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট দ্বারা
পশ্চিমে	খোলা জায়গা এবং অন্যের ফ্ল্যাট (১এ)	রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী লেন দ্বারা

তারিখ : ২৮.১০.২০২৬ — স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বরানগর — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ- হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০১৬১, ই-মেইল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৩৭৩৪৮১৪০৪৬২, হোম টপ আপ অ্যাকাউন্ট নং : ৩৮১৬৬৩৬৫৫১৯, সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৩৭৩৪৮১৬৮৪১১।

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১১.০৮.২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস স্বামী- রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রী রামকৃষ্ণ দাস পিতা- কালিপদ দাস, ঠিকানা প্রথমালয় অ্যাপার্টমেন্ট নিশিকানন, ফ্ল্যাট নং-৩এ, ৩য় ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ১১, রাজারহাট, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে কলকাতা -৭০০১৫৭ এবং বড়নলগেরিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দরখুলি বড়নলগেরিয়া এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪২২ এবং পূজা অ্যাপার্টমেন্ট টিজি-২/১৪ তেঘড়িয়া, কোলপুকুর রাজারহাট গোপালপুর (এম) হাতিয়ারা, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৫৭, এবং ফ্রন্টলাইন (এনসিআর) বিজনেস সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড ১৮৯এ, এন. এস. সি বসু রোড কলকাতা-৭০০০৪০**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৭,০৪,০৫৯.০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ চার হাজার উনষাট টাকা)** এবং তার উপর আজ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ১০.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **২৭,০৪,০৫৯.০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ চার হাজার উনষাট টাকা)** এবং তার উপর আজ পর্যন্ত অপ্রয়োগিত সুদ এবং পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি ইটের তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **৩এ** যা তৃতীয় ফ্লোরে, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যার পরিমাপ **৭৭০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি (সমস্ত ফ্লোর মোজাইক ফিনিশ), যাতে রয়েছে ২ (দুই) টি বেড রুম, ১ (এক) টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ১ (এক) টি টয়লেট, ১ (এক) টি ডব্লিউ.সি. এবং ১ (এক) টি বারান্দা, যার হোল্ডিং নং আরজিএম-০৭/৮৮/০৮-০৯, এর সাথে ভবনের সাধারণ এলাকাগুলি ব্যবহার করার অধিকার এবং জমির অবিভাজ্য অংশ এবং মণ্ডল পাড়া তেঘড়িয়া এলাকায় জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ সহ। উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট **২ (দুই) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট** কমবেশি পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত যা মৌজা তেঘড়িয়া, জে. এল. নং ৯, আর. এস. নং ১১৬, তৌজি নং ১৯১, আর. এস. খতিয়ান নং ৬৯, এল.আর খতিয়ান নং ১২২ এর অন্তর্ভুক্ত, আর. এস. দাগ নং ২৫৯ এর অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও., বিধান নগর, সল্ট লেক সিটি বর্তমানে রাজারহাট, থানা রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ১১ এর অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, যা বুক-১, সিডি ভলিউম নম্বর ৯, ১২২৯ থেকে ১২৫০ নং পৃষ্ঠায় ২০১৪ সালের ডিড নং ০১৮৫৮ হিসাবে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রীমতী কৃষ্ণা দাস স্বামী- শ্রী রামকৃষ্ণ দাস এবং শ্রী রামকৃষ্ণ দাস পিতা- শ্রী কালিপদ দাসের নামে রয়েছে।

সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে- দিলীপ ধরের জমি দ্বারা। **দক্ষিণে-** তরুণ কুমার কাঞ্জিলালের জমি দ্বারা, **পূর্বে-** ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা। **পশ্চিমে-** ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা।

তারিখ : ২৬.১০.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রাজারহাট — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলের হাতছাড়া বীরসিংহ পঞ্চায়েত, জয় বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: প্রধানের পদ থেকে তৃণমূলের প্রশান্ত রায়ের ইস্তফার পর আস্থা ভোটে জয়ী হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লকের বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি। বুধবার পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন বিজেপির দেবাশিস পাত্র। এই জয়কে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। পঞ্চায়েত চত্বরে গেরুয়া আবির উড়িয়ে উদ্‌যাপনে মাতেন দলীয় কর্মীরা। ২৩টি আসনবিশিষ্ট বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি পেয়েছিল বাকি ৫টি আসন। সেই সময় পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রশান্ত রায়। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতের ক্ষমতার সমীকরণে বদল আসে। সম্প্রতি প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রশান্ত রায়। এরপরই নতুন প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বুধবার পঞ্চায়েতের সদস্যদের উপস্থিতিতে নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটি হয়। সেখানে ১৪টি ভোট পেয়ে জয়ী হন বিজেপির দেবাশিস পাত্র। তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তৃণমূলের হাত থেকে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব যায় বিজেপির হাতে। নতুন প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর দেবাশিস পাত্র বলেন, 'দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করার চেষ্টা করব। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করব।' অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। তাঁর দাবি, গত কয়েক মাস ধরে প্রাক্তন প্রধানের ভূমিকার কারণে এলাকার মানুষ উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পঞ্চায়েতের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল এবং বাসিন্দারা বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইলে প্রাক্তন প্রধান পঞ্চায়েতে আসা বন্ধ করে দেন। ফলে প্রধানের শংসাপত্র-সহ বিভিন্ন পরিষেবা পেতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল এলাকার মানুষকে। শীতল কপাটের বক্তব্য, সরকারি নিয়ম মেনেই নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের গতি বজায় থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বদল ঘিরে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এক সময় ২৩টির মধ্যে ১৮টি আসনে জয়ী তৃণমূলের হাত থেকে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বিজেপির হাতে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এখন নতুন প্রধানের নেতৃত্বে পঞ্চায়েতের পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ কতটা গতি পায়, সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রিনপ্যাক
আর্থিক ফলাফল অ্যাক্সেস করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের
অনাব্রীক্ষিত সংহত এবং পৃথক আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

অডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ বুধবার, ২৮শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোম্পানির ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনাব্রীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (সংহত এবং পৃথক) বিবেচনা ও অনুমোদন করেছে ("আর্থিক ফলাফল").
সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৪৭ এর সাথে সঙ্গতি রেখে, উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি এখন কুইক রেসপন্স কোড ("কিউআর কোড") এর মাধ্যমে উপলব্ধ করা হচ্ছে এবং এগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.agigreenpac.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যথাক্রমে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক Exchange অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এও প্রকাশিত হয়েছে।

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ২৮শে অক্টোবর, ২০২৬

সন্দীপ সোমানী
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন: 00053597

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন: ০৩৩-২২৪৮৭৪০৭/৫৬৮৮
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com | ই-মেইল: agiinvestors@agigreenpac.com | সিআইএন: L51433WB1960PLC024539

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর কাছে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত পাওনা আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।
ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা:** **শ্রী রাহুল সিংহ রায়,** পিতা- শ্রী আশিস সিংহ রায় ৪৫, বাবুবাজার, বারুইপাড়া, জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ - ২, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২১৩। **"স্বর্গীয় শ্রী আশিস সিংহ রায়ের এস্টেট গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা (যেহেতু তিনি মারা গেছেন) যার প্রতিনিধিত্ব করছেন আইনি উত্তরাধিকারী অর্থাৎ শ্রী রাহুল সিংহ রায়,** পিতা- শ্রী আশিস সিংহ রায় বাবুবাজার, বারুইপাড়া, জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জ ২, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২১৩। **খ) জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ**	মৌজা - জঙ্গিপুর, জে.এল. নং ০৭, এল.আর খতিয়ান নং ৩০২৪, ৪২০৫, ৩০২৪/১, আর.এস. প্লট নং ১০৯৬, এল.আর প্লট নং ৮৩৯, হোল্ডিং নং ২২৩/১৮৪, জে.এল. নং ০৭, জমির পরিমাণ ১.৭৫ ডেসিম্যাল-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যা জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ০৫, বাবুবাজার, বারুইপাড়া, জঙ্গিপুর, পোঃ জঙ্গিপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২ ২১৩ এর অধীনে অবস্থিত, ১২.০৩.২০১৩ তারিখের টাইটেল ডিড নং ১-২৬২৪ এবং ১৭.১১.২০১৪ তারিখের ১-৯৭৬৫ অনুযায়ী, এডিএসআরও - জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি শ্রী রাহুল সিংহ রায়ের নামে রয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: কানাইলাল সিনহার সম্পত্তি, দক্ষিণে কালী মাতা মন্দিরের সম্পত্তি, পূর্বে: দিলীপ চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পশ্চিমে: মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা।	**১০,২৬,৪২৮.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশো আঠাশ টাকা মাত্র) (বিবি ৮,৩১,৪৭৬.০০ টাকা এবং এমএলই+ এমওএক্স+এমওআই ১,৯৪,৯৫২.০০ টাকা) **২৭.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ১৮,২৬,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৮২,৬০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB3296493187** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) মেসার্স রোকিয়া প্লাস্টিক (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম এবং পোঃ - ঘড়শালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২১৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী রোকিয়া বিবি (প্রোপ্রাইটর / বন্ধকদাতা),** স্বামী- আজাদ সেখ গ্রাম এবং পোঃ - ঘড়শালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২১৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী তহমিনা বিবি (গ্যারান্টার),** স্বামী- উমর সেখ গ্রাম এবং পোঃ - ঘড়শালা, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২১৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ**	মৌজা - ঘড়শালা, জে.এল. নং ৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৯০২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৬৫৯, জমির পরিমাণ ২.২৬ ডেসিম্যাল-এ অবস্থিত জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর উপর নির্মাণ, কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) এর অধীনে, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, ১০/০৯/২০১৮ তারিখের টাইটেল ডিড নং ১-৯৪২৬ অনুযায়ী, যা জঙ্গিপুরে নিবন্ধিত, **শ্রীমতী রোকিয়া বিবির নামে। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: আজাদ সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে: হোসেন সেখের সম্পত্তি, পূর্বে: অন্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে: ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।	**৩৬,০০,৪৭৫.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ চারশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) **২৭.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ১২,৩৬,০০০.০০ টাকা (*)** (বারো লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,২৩,৬০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB3300350758** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং 8291220220**, ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং 82912 20220** এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / গ্যারান্টার / আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ: ২৭.১০.২০২৬ / স্থান: জঙ্গিপুর **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত /প্রতীকী দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সিকিউরড পাওনাদারদের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বকেয়া আদায়ের জন্য **১৩.১১.২০২৬** তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
১৩.১১.২০২৬ তারিখে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

ব্রাঞ্চের নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা(ইএমডি) গ) বিড / টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
দুর্গাপুর	বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড শ্রীমতী অনিতা বাজাজ শ্রী রাহুল বাজাজ শ্রী দীপ বাজাজ এবং জুহি বাজাজ অ্যাকাউন্ট নং ০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১ ০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩.৩৩ ডেসিম্যাল পরিমাপের এক টুকরো জমি, এর সাথে প্রায় ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক) এর জি-৪ ভবন এবং কাঠামো, বৈদ্যুতিক সামগ্রীর শো রুম সহ টেরেসের একটি ঘর এবং গোডাউন সহ, যা এল.আর. প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৬৫, জে.এল. নং ৬৭, মৌজা বেনাচিতি, থানা - দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, ডিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১, ওয়ার্ড নং ১৯ এর অধীনে অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : উত্তরে :** গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স, **পূর্বে :** রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ২৪.০১.২০২২ এবং ০৪.০১.২০২৪ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪/- টাকা (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শো তিরানব্বই টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) এবং ১৯,৭১,২৩৩/- টাকা (উনিশ লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো তেত্রিশ টাকা)	ক) ২,৫০,০০,০০০/- টাকা খ) ২৫,০০,০০০/- টাকা গ) ৫০,০০০/- টাকা

বিড নথিতে উপস্থিত শর্তাবলীর সারাংশ
১. বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://banknet.com/ ওয়েবসাইটে নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে হবে যা ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিত।
২. বিড ডকুমেন্ট আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর-৭১৩২১৬ থেকে কাজের দিনে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https://banknet.com/ থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুযায়ী উপরের সম্পত্তিতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিও।
৫. সাধারণ শর্তাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে [www.idbibank.in] রয়েছে এবং অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড ডকুমেন্টও দেখুন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার বা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা	**২৯ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	**১০ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	**১৩ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্কে দেখুন https://baanknet.com/ এবং https://www.idbibank.in

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাসিমবাজার ব্রাঞ্চ
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০১
ই-মেইল: C642@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাসিমবাজার ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স পবিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী তনয়া সাহা দত্ত,** স্বামী- দেব কুমার দত্ত, ১৮/এন/৫০, এ. সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০৩ এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাসিমবাজার ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর পাওনা আদায়ের জন্য **০৯.১২.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে। **অন্যান্য ঠিকানা:** ৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩। এবং **আরও ঠিকানা:** কন্যা- স্বর্গীয় মণি মোহন সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড রানিবাগান, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১-এর কাছে **২৭.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **৮১,৭৫,৬৩১.০০ টাকা** (একাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শো একত্রিশ টাকা মাত্র) (বুক ব্যালেন্স: ৭৩,৮০,৬১৭.০০ টাকা + এমওআই: ৬,৭৪,৬৪৮.০০ টাকা + এমওএক্স: ১,২০,৩৬৬.০০ টাকা) এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পবিত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী তনয়া সাহা দত্ত,** স্বামী- দেব কুমার দত্ত ১৮/এন/৫০, এ. সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০৩। **অন্যান্য ঠিকানা:** ৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩। **এবং আরও ঠিকানা:** কন্যা- স্বর্গীয় মণি মোহন সাহা ৯৫/১, পিলখানা রোড রানিবাগান, পোঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০১। **প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টার:** **শ্রীমতী তনয়া সাহা দত্ত,** স্বামী- দেব কুমার দত্ত ৭, এ. সি. রোড, জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি, ইন্দ্রপ্রস্থ, পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩। **অন্যান্য ঠিকানা:** কন্যা- স্বর্গীয় মণি মোহন সাহা ৯৫/১, পিলখানা রোড রানিবাগান, পোঃ এবং থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০১। **খ) কাসিমবাজার ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১:** মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর থানার অধীনে জে.এল. নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং ৫০/১, এ. সি. রোড (দক্ষিণ), পোঃ - খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ১০৩-এর সীমানার মধ্যে একটি পূর্ব মুখী বাণিজ্যিক স্থান যার নং (জি-এ), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট (যার মধ্যে ২৬.০৫.২০২২ তারিখের গিফট ডিড নং ১-৯৯৯০/২২ অনুযায়ী ৭৬৬.৬৬ বর্গফুট এবং ২৬.০৫.২০২২ তারিখের সেল ডিড নং ১-৯৯৯৮/২২ অনুযায়ী ৩৮৩.৩৪ বর্গফুট), যা "পবিত্র আবাসন" নামক (বি+জি+৫) তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, শ্রেণীবিভাগ "বাণিজ্যিক", এর সাথে ২৭.৬০ ডেসিম্যাল থেকে ২১.৬০ ডেসিম্যাল জমির মধ্যে জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সহ শ্রেণীবিভাগ "ভিটি", যা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ৫০/১, এ. সি. রোড (দক্ষিণ)-এর সাথে সম্পর্কিত, প্লট নং আরএস-৮৯, এলআর-১৩১০, খতিয়ান নং সিএস এবং আরএস ১০ এলআর ২৪১৯ থেকে ২৪২৪ এবং ৩৭৭৭ থেকে ৩৭৮২, বর্তমান এলআর ৪৪৬৪, ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৫৬৩/১ এর অধীনে, **শ্রীমতী তনয়া সাহা (দত্ত)-এর নামে,** থানা - বহরমপুর, এডিএসআরও- বহরমপুর, ডিএসআর মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। **ভবনের সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):** উত্তরে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে: ১৫ ফুট চওড়া এ. সি. রোড, পূর্বে: ১৫ ফুট চওড়া এ. সি. রোড, পশ্চিমে হাই ড্রেন। **সম্পত্তি ২:** মুর্শিদাবাদ জেলায় থানা - বহরমপুর এর অধীনে জে.এল. নং ৯৫, মৌজা - খাগড়া জয়চন্দ্র, হোল্ডিং নং ৭, এ. সি. রোড বাই লেন ১১, পোঃ খাগড়া, থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১০৩-এর সীমানার মধ্যে একটি বাণিজ্যিক স্থান যার নং (১-এ), ১৪.১০.২০২২ তারিখের সেল ডিড নং ১-১৮৮৬৭/২২ অনুযায়ী যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ৬৫৫ বর্গফুট, যা (জি+৫) তলা ভবনের ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত এবং যার নং (৭), ১৪.১০.২০২২ তারিখের সেল ডিড নং ১-১৮৮৬৮/২২ অনুযায়ী যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ২২৮ বর্গফুট, যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে "জোড়াপুকুর রেসিডেন্সি" নামক ভবনের ৮ নম্বর টাওয়ারের সংলগ্ন, শ্রেণীবিভাগ "বাণিজ্যিক", এর সাথে মোট ১৬.৫০ ডেসিম্যাল জমির মধ্যে জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সহ (যার মধ্যে প্লট নং আরএস-৩২/২৯১ এলআর-১০৮ এ জমির পরিমাণ ৬.০০ ডেসিম্যাল শ্রেণীবিভাগ "বাড়ি" এবং প্লট নং আরএস-৩২ এলআর-১০৭ এ ১০.৫০ ডেসিম্যাল শ্রেণীবিভাগ "ভিটি"), খতিয়ান নং আরএস ৫৬ এলআর ৫২, বর্তমান এলআর ৩৮৪২, ৩৮৪৩, ৩৮৪৪, ৩৮৪৫ এর অধীনে যা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ৭, এ. সি. রোড, বাই লেন ১১-এর সাথে সম্পর্কিত, **শ্রীমতী তনয়া সাহা (দত্ত)-এর নামে,** থানা - বহরমপুর, এডিএসআরও - বহরমপুর, ডিএসআর - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। **ভবনের সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী):** উত্তরে উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে সিঁড়ি এবং লিফট, পূর্বে - উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে - উন্মুক্ত আকাশ।	**৮১,৭৫,৬৩১.০০ টাকা** (একাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শো একত্রিশ টাকা মাত্র) (বুক ব্যালেন্স: ৭৩,৮০,৬১৭.০০ টাকা + এমওআই: ৬,৭৪,৬৪৮.০০ টাকা + এমওএক্স: ১,২০,৩৬৬.০০ টাকা) **২৭.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**সম্পত্তি ১:** **ক) ১,০০,৬৬,৫০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **খ) ১০,০৬,৬৫০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30623418359** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২:** **ক) ৪৯,৩৪,০০০.০০ টাকা (*)** (উনপঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪,৯৩,৪০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30623418359A** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ - ০৯.১২.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর হেল্পডেস্ক নং 8291220220**, ই-মেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং 82912 20220** এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / গ্যারান্টারদের জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ: ২৭.১০.২০২৬ / স্থান: কল্যাণী **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিকের সমন্বিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

বিবরণ (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষান্মাসিক		সমাপ্ত অর্থবর্ষ
	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ জুন, ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৫	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৫	(নিরীক্ষিত) ৩১ মার্চ, ২০২৬
কার্যকলাপ থেকে মোট আয়	৩২,১৫৪.৯৬	২৬,৩০৬.৬৩	২২,৩৬৮.১০	৫৮,৪৬১.৫৯	৪৭,৭৬১.৯৬	৮৯,৬২৬.৯৭
সুদ, অবচয় ও কর-পূর্ব উপার্জন	৩,৬৯০.৯৮	২,৯০৮.৪৭	২,৯৪৫.১৯	৬,৫৯৯.৪৫	৫,৮০৬.৭৪	৯,২২০.৭৪
কর-পূর্ব নিট লাভ / (ক্ষতি)	২,৫১০.৫০	১,৮৯২.৫৫	১,৯০২.২৩	৪,৪০৩.০৫	৩,৭৭১.৮২	৫,৩৭৪.১২
কর-পরবর্তী নিট লাভ / (ক্ষতি)	১,৮৭৩.৪৩	১,৪০৯.৯৭	১,৩৯৬.১৩	৩,২৮৩.৪০	২,৭৯৬.৭২	৪,০৬৮.৭৫
মোট সমন্বিত সামগ্রিক আয় [কর-পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সমন্বিত সামগ্রিক আয়সহ]	১,৯০২.৩৫	১,৪০৬.৬২	১,৪৫৮.৬৪	৩,৩০৮.৯৭	২,৮৫৮.৫১	৪,২৫৩.৮৪
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৬৬.৩৪	১,০৬৬.৩৪	১,০৫৮.৩৪	১,০৬৬.৩৪	১,০৫৮.৩৪	১,০৫৮.৩৪
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত অনুযায়ী						৩৩,৮৩৭.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়):						
(ক) মৌলিক (টাকায়)	১.৭৬	১.৩৩	১.৪৫	৩.১০	২.৮৫	৪.৪১
(খ) লঘুকৃত (টাকায়)	১.৭৫	১.৩২	১.৪৩	৩.০৯	২.৮১	৪.৩২

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের প্রধান পরিসংখ্যান

বিবরণ (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ষান্মাসিক		সমাপ্ত অর্থবর্ষ
	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ জুন, ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৫	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৬	(অনিরীক্ষিত) ৩০ সেপ্টে., ২০২৫	(নিরীক্ষিত) ৩১ মার্চ, ২০২৬
কার্যকলাপ থেকে মোট আয়	৩২,১৫২.১০	২৬,৩০৩.৯৪	২২,৩৬৫.৪০	৫৮,৪৫৬.০৪	৪৭,৭৫৪.৮৩	৮৯,৬১৪.৪৫
সুদ, অবচয় ও কর-পূর্ব উপার্জন	৩,৬৮৮.১২	২,৯০৫.৭৮	২,৯৪২.৪৯	৬,৫৯৩.৯০	৫,৮০৪.৫৮	৯,২১৩.৩৪
কর-পূর্ব নিট লাভ / (ক্ষতি)	২,৫১৬.৮৫	১,৮৯৮.৮০	১,৯০৮.৪৮	৪,৪১৪.৬৫	৩,৭৮৭.৫৬	৫,৪০২.৫২
কর-পরবর্তী নিট লাভ / (ক্ষতি)	১,৮৭৮.৭৮	১,৪১৬.২২	১,৪০২.৩৮	৩,২৯৫.০০	২,৮১২.৪৬	৪,০৯৭.১৫
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত অনুযায়ী						৩৩,২৯৪.৮০

(ক) কোম্পানিটির ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছেন।
(খ) সমন্বিত আর্থিক ফলাফলে মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি সংস্থা মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাক্স প্রাইভেট লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(গ) উপরিউক্ত বিবরণীটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের একটি নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com ও www.bseindia.com -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২৬

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় তলা, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল: info@mcmil.in
ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com
ফোন: +91-33-2243 5053/5054

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তাঁদের আদেশানুসারে
ম্যানাক্সিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00091793

'ভারত আর দুর্বল নয়', ফিলিপিন্সে বার্তা রাজনাথের

নয়াদিল্লি ও সেবু (ফিলিপিন্স), ২৮ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে। দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিও আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। ভারত কাউকে উসকানি দেয় না, কিন্তু কেউ উসকানি দিলে তার জবাব দিতে পিছপা হয় না। ফিলিপিন্সের সেবুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই দৃঢ় বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামরিক সক্ষমতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির পরিবর্তনের কথাও জানান। ফিলিপিন্স সফরে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও অংশ নেন তিনি।

ফিলিপিন্সে ১৩তম আসিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক প্লাসে (এডিএমএম-প্লাস) যোগ দিতে গিয়ে সেবুতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলেন রাজনাথ। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বজুড়ে ভারতের সম্মান ও মর্যাদা বেড়েছে। বিশ্বের ৩৫টি দেশের নেতৃত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁর কথায়, আজ ভারত যখন কথা বলে, গোটা বিশ্ব গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'র কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ভারত গোটা বিশ্বকে নিজের পরিবার বলে মনে করে। এই প্রসঙ্গে নাগপঞ্চমীর ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত এমন উদার দেশ, যেখানে ওই উৎসবে সাপকেও দুধ খাওয়ানো হয়। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার প্রশ্নে ভারতের এই বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে রাজনাথ জানান, বর্তমানে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট না থাকলে ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের প্রথম তিন অর্থনীতির মধ্যে জায়গা করে নিতে পারত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে আগামী দিনে ভারত প্রথম তিনের মধ্যে উঠে আসবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গে রাজনাথের বক্তব্যে উঠে আসে অপারেশন সিঁদুরের নাম। তিনি বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ভারত আর দুর্বল নয়। আমরা কাউকে উসকানি দিই না, কিন্তু কেউ উসকানি দিলে তাকে ছেড়ে কথা বলি না।' এই বার্তা এখন গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট বলেও দাবি করেন তিনি। ভারত ও ফিলিপিন্সের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসঙ্গেও বিশেষ গুরুত্ব দেন রাজনাথ। জানান, ফিলিপিন্স ভারতের কাছ থেকে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কিনেছে। দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতাকে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। দেশের প্রশাসনিক সংস্কার এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেন, ভারত থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে, এমন দাবি তিনি করছেন না। তবে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সরকারি সুযোগ-সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে প্রতিটি পরিবারের জন্য জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষক, মহিলা এবং যুবক-যুবতীদের মতো বিভিন্ন শ্রেণির উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। উচ্চশিক্ষা, শিল্পোদ্যোগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গেও একাধিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন রাজনাথ। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৪৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

ডিজি আইটিবিপির অতিরিক্ত দায়িত্বে সঞ্জয়

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর ৩১ অক্টোবর: আইটিবিপির ডিজি শত্রুজিৎ সিং কাপুরের অবসরের পর বর্তমান এসএসবির ডিজি সঞ্জয় সিংঘলকে আইটিবিপির অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সশস্ত্র সীমা বলের মহাপরিচালক সঞ্জয় সিংঘলকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে। বর্তমান মহাপরিচালক শত্রুজিৎ সিং কাপুরের অবসর গ্রহণের পর এই দায়িত্ব কার্যকর হবে।

স্পেনে দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেনের তোলেদো প্রদেশে দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৭৯ জন। দেশটির পরিবহণ মন্ত্রক সূত্র খবর, তোলেদো প্রদেশের উর্দাতে ভয়ঙ্কর ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ সম্ভবত মানুষের ভুল। জানা গিয়েছে, একটি সরকারি সংস্থার কর্মী মূল সিগন্যালিং ব্যবস্থার কিছু মেরামত করছিলেন। মনে করা হচ্ছে, ওই কর্মী উচ্চগতির ট্রেনটিকে সময় মতো সতর্ক করতে পারেননি। এর জেরেই এক লাইনে এসে পড়েছিল দু'টি ট্রেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞদের কমিটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ক'দিন আগেই স্পেনের একটি উচ্চগতির (হাই স্পিড ট্রেন) ট্রেনে দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। নতুন করে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বিস্মিত স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ। এক্স হ্যান্ডেলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, 'তোলেদোতে যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি হতবাক। আমি সকল ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার ভালোবাসা, সংহতি ও সমর্থন জানাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, সরকারের জরুরি পরিষেবা সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ করছে কর্মীরা। সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ চলছে।

স্পেনের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা গিয়েছে, দু'টি ট্রেন একই রুটে চলছিল। সেই সময় দ্রুতগতিতে পিছনে থাকা ট্রেনটি সামনের ট্রেনটিকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ট্রেন দু'টির একাধিক বগি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে উদ্ধারকারী দল। উদ্ধার করা হয় আহত যাত্রীদের। এখনও পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত ১৭৯ জন। দুর্ঘটনার পরবর্তী একটি ভিডিও সামনে এসেছে। অন্য একটি ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের তোলা সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, লাইনের ওপর পড়ে রয়েছে ট্রেনের চাকা ও বগি। কামরা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্পেনের রেল ব্যবস্থা পরিচালনাকারী সংস্থা এডিআইএফ জানিয়েছে, ঘটনাটি বুধবার সকালে। এই দুর্ঘটনার পরপরই মাদ্রিদ, সিউদাদ রিয়াল এবং আন্দালুসিয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কর্মকর্তারা বলেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং রেললাইন নিরাপদ ঘোষণা না করা হচ্ছে ততক্ষণ এই রুটগুলোতে কোনও ট্রেন চলবে না। ওই অঞ্চলের মেয়র ম্যানুয়েল সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। বেসামরিক সুরক্ষা আধিকারিকরা পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছে এবং প্রয়োজনে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

ময়দান

জয়ের হ্যাটট্রিকের গন্ধ বাংলা শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি রনজি ট্রফিতে দুরন্ত ছন্দে বাংলা। কখনও ব্যাটারদের ব্যাটে ভর করে, কখনও বোলারদের দাপটে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে চলেছে বঙ্গ ব্রিগেড। এবার কেরলের বিরুদ্ধেও জয়ের দোরগোড়ায় অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। বুধবার তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ম্যাচের রাশ অনেকটাই বাংলার হাতে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবারই টানা তৃতীয় জয়ের স্বাদ পেতে পারে বাংলা। যদিও ম্যাচের শুরুতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে এই জায়গায় পৌঁছনো সহজ ছিল না। বৃষ্টির কারণে বিঘ্নিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল বাংলা। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এখন জয়ের স্বপ্ন দেখছে দল।

প্রথম ইনিংসে বাংলার ব্যাটিংয়ের শুরুটা ছিল হতাশাজনক। বড় রান করার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, সেই অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিষেক পোড়েল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। একের পর এক উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। সেই কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন শাহবাজ আহমেদ। তাঁর শতরানের ইনিংস বাংলাকে লড়াইয়ে ফেরায়। শুধু শাহবাজ নন, লোয়ার অর্ডারের ব্যাটাররাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম ইনিংসে সাড়ে তিনশোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় বাংলা। ব্যাটিংয়ের শুরুতে ধাক্কা খেলেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মতো পুঁজি তুলে নিতে সক্ষম হন ঈশ্বরণরা।

এর পর বল হাতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় বাংলা। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে কেরল। বাংলার বোলারদের সামনে বড় জুটি গড়তে পারেননি প্রতিপক্ষের ব্যাটাররা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল কেরল। বুধবার সকালে বাকি চারটি উইকেট দ্রুত তুলে নিয়ে কেরলের প্রথম ইনিংস শেষ করে দেয় বাংলা। মাত্র ১৪১ রানে অলআউট হয়ে যায় কেরল। প্রথম ইনিংসে ৩৫০-এর বেশি রান করার সুবাদে বড় ব্যবধানে এগিয়ে যায় বাংলা। মহম্মদ শামি তিনটি এবং শাহবাজ আহমেদ দুটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের সুবিধা বাড়ান।এত বড় লিড পাওয়ার পর কেরলকে ফলো অন করানোর সুযোগ ছিল বাংলার সামনে। কিন্তু সেই পথে হাঁটেনি বঙ্গ শিবির। দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেরাই ব্যাট করতে নামে দল। লক্ষ্য ছিল, দ্রুত রান তুলে কেরলের সামনে জয়ের জন্য বিশাল টার্গেট খাড়া করা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন বাংলার ব্যাটাররা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন। তবে দ্রুত রান তোলার তাগিদে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে বাংলা। ফলে বড় লিড পাওয়ার সুযোগ থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দলকে ১৯৮ রানেই থামতে হয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে না পারলেও বাংলার জয়ের সম্ভাবনায় তেমন প্রভাব পড়েনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে কেরলের সামনে ৪০৮ রানের কঠিন লক্ষ্য রেখেছে বাংলা। সেই রান তাড়া করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে চার উইকেট হারিয়ে যথেষ্ট চাপে কেরল। শেষ দিনে জিততে হলে তাদের আরও ৩৫৫ রান করতে হবে। হাতে রয়েছে মাত্র ছয়টি উইকেট। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করতে হলে কেরলকে অবিশ্বাস্য কিছু করে দেখাতে হবে। বাংলার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত প্রামাণিক। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চারটি উইকেট তুলে নিয়ে কেরলের ব্যাটিংয়ে বড় ধাক্কা দিয়েছেন তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর পারফরম্যান্সই বাংলার জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। প্রথম ইনিংসে তিনটি উইকেট নেওয়া শামি এবং দুটি উইকেট পাওয়া শাহবাজ দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও উইকেটের মুখ দেখেননি। তবে তাতে খুব একটা চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই বঙ্গ শিবিরে। কারণ, ম্যাচের তৃতীয় দিনে দুই দলের মোট ১৮টি উইকেট পড়েছে। পিচে স্পিনাররা যে যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ''নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত পর্যন্ত ভায়া বিমানবন্দর মেট্রো রেলওয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ সিএইচঃ ৬.২৫০ কিমি থেকে সিএইচঃ ৯.৮৪০ কিমি পর্যন্ত কম্পোজিট অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল সহ আর্কিটেকচারাল ফিনিশিং, ফায়ার ফাইটিং, ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটারি ইনস্টলেশন, ড্রেনেজ ও বিএলটি ওয়ার্কস্, ই অ্যান্ড এম সার্ভিস, ইসিএস সার্ভিস, টিভিএস সার্ভিস, ৭৫০ ভি. ডিসি ট্র্যাকশন সিস্টেম সহ পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম সহ কাট অ্যান্ড কভার মেথড দ্বারা (ডায়াফ্রাম ওয়াল সহ টপ ডাউন/সাপোর্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ বটম আপ মেথড) দুটি আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশনের জন্য (বিরাটী ও মাইকেল নগর) বিরাটী ইউজি স্টেশন বিল্ডিং ও সাবওয়ে (এন্ট্রি-এক্সিট স্ট্রাকচার সহ) সহ আরসিসি বক্স মেট্রো টানেলের ডিজাইন, প্রাপ্যতা ও নির্মাণের'' জন্য প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য অথরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩১,৬৪,৩২,৬২৭.৯২ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১৭,৩২,২০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮২০ দিন, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৬০৬-২০২৬ (ওপেন) (টু প্যাকেট সিস্টেম)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SBI — **হোম লোন সেন্টার সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শর্মি দাশগুপ্ত, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৯৯১৫৬/৯১৬৩০০৬১৩১
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ০৬.১১.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ: ২৯.১০.২০২৬ - ০৫.১১.২০২৬
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট করা/বন্ধক রাখা/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিকিউরড পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ০৬.১১.২০২৬ তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে"**, **"যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ:
মালিকের নাম: বিজয় মন্ডল, অ্যাকাউন্ট নং 43090723263। বকেয়া পরিমাণ: **৭,৮৫,৫৪০/- টাকা** + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য হলো **৬,১৮,০০০.০০ টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৬১,৮০০.০০ টাকা** এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য হবে **৫,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ: মারুতি সুজুকি ফ্রঙ্কস টার্বো এস হাইব্রিড জেটা বিএস ৬ পেট্রোল ভার্সন, রেজিস্ট্রেশন নং: WB18TF0647, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৪.০৭.২০২৪, চ্যাসিস নং: MBHKWD43SRA206925, ইঞ্জিন নং: K10CP7009077।
দ্রষ্টব্য: ক্রেতাদের জন্য পার্কিং চার্জ প্রযোজ্য (পুনর্দখলের তারিখ ১৯/০৯/২০২৬)
ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন: https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক বিডার(দের) নিলামের তারিখের আগেই তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে পরিচালিত তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি হওয়া চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন
তারিখ: ২৯.১০.২০২৬
স্থান: সাউথ কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এইচএলসি সাউথ কলকাতা

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৭/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং: ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - আইভি, [রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য]
যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল ব্রাঞ্চের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২১-০৮-২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং **ঋণগ্রহীতা শ্রী দিনেশ মুচি ও শ্রীমতী দিপালী মুচি-কে** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২৯,০৪,৪১৫.০১ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ চার হাজার চারশো পনেরো টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) + ৩০-০৪-২০২৬ থেকে সুদ এবং চার্জ সহ পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল ব্রাঞ্চের **২৯,০৪,৪১৫.০১ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ চার হাজার চারশো পনেরো টাকা এবং এক পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তিটি শ্রীমতী দিপালী মুচি স্বামী দিনেশ মুচি-র নামে রয়েছে যার টাইটেল ডিড নং I-020505549 of 2016, যার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জমি ও ভবন এবং অন্যান্য কাঠামো/স্থায়ী প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ফিক্সচার ও ফিটিংস যা সেখানে নির্মিত বা ইনস্টল করা হয়েছে (বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই) পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা বারাবনী, পোঃ-পানুরিয়া, ইতা পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আপার চেলিডাঙ্গা, মৌজা: বরডাং, জে.এল. নং ০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৫৬, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৯৮, যার পরিমাপ ৩.০০ (তিন) ডেসিম্যাল জমি এবং প্রতি ফ্লোরে ৭২০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া সহ দোতলা ভবনের নির্মাণ এবং ইজমেন্ট অধিকার ইত্যাদি সহ।
সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে- রাজেশ রুইদাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- আশীষ রুইদাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে- রাজেশ রুইদাসের সম্পত্তি
তারিখ: ২৭.১০.২০২৬
স্থান: আসানসোল
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **এসবিআই রাধানগর এডিবি ব্রাঞ্চ (০৫৬৮১)**
শচীন সেন রোড, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেইল : sbi.05681@sbi.co.in
যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সায়ন ভট্টাচার্য, মোবাইল : ৮০০১১৯৪৫৮৬, ই-মেইল আইডি : sbi.05681@sbi.co.in
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :১০.১১.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় : ০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের স্থান : এসবিআই রাধানগর এডিবি ব্রাঞ্চ, শচীন সেন রোড, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট করা / বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **ভৌত দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** (সিকিউরড পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ১০.১১.২০২৬ তারিখে **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী টিপু সেখ, জিএসটি সহ সংরক্ষিত মূল্য হলো **৭,৭০,০০০/- টাকা।** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৭৭,০০০/- টাকা** এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য হবে **২,০০০/- টাকা,** ইএমডি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট নং **৩৭৬০৮১০৭০৪৪, আইএফএসসি : SBIN0005681,** ইএমডি রাধানগরে প্রদেয় **চিফ ম্যানেজার, এসবিআই রাধানগর এডিবি ব্রাঞ্চের** অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট / ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমেও জমা দেওয়া যেতে পারে।
গাড়ির বিবরণ : মেক এবং মডেল : **হুন্ডাই ইন্ডিয়া লি. হুন্ডাই ভেন্যু ১.২ এমটি এস(ও),** রেজিস্ট্রেশন নং **WB52BM8694,** রেজিস্ট্রেশনের তারিখ **২৭.০৩.২০২৪,** ইঞ্জিন নং **G4LAPM795078,** চ্যাসিস নং **MALFC81BLPM556030,** তৈরির বছর : **২০২৩,**
- **উক্ত গাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য ব্যাঙ্ক বা তার কোনো আধিকারিক দায়ী থাকবেন না।**
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন **https://www.bankeauctions.com** বা **support@bankeauctions.com**
তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
স্থান : রাধানগর, নদীয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
(CIN) L65190MH2004GOI114883844
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, টেলিফোন (+৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৪
দাবি বিজ্ঞপ্তি ১৩(২)
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক ১. অলোক অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) কে (লোন অ্যাকাউন্ট নং ০১৮৪৬৭১১০০০৫১১৩৮) মঞ্জুর করা আর্থিক সহায়তায় খেলাপি - সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিশ।
১) যেহেতু, সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ১৩(২) নম্বর ধারার অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যা নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের (যাকে এরপরে ''উক্ত ঋণগ্রহীতা'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
২) উক্ত নোটিশ হয় ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে/অথবা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে এই দাবি নোটিশ প্রকাশ করছে। সেই কারণে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের সর্বশেষ জানা ঠিকানার প্রেমিসেসে এই নোটিশটি সাঁটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত নোটিশের অনুলিপিগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছা করলে যেকোনো কার্যদিবসে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপিগুলি সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের প্রেক্ষাপটে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে লোন এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া নির্দেশিত/প্রদেয় অর্থ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করার জন্য এতদ্বারা পুনরায় নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। লোনের যথাযথ পরিশোধের জন্য জামানত হিসাবে, নীচে নিজ নিজ পক্ষগুলির দ্বারা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে নিম্নলিখিত সিকিউরিটিগুলি বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে

১) আইনি উত্তরাধিকারীদের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. এনপিএ-এর তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১. অলোক অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) ২) ০১৮৪৬৭১১০০০৫১১৩৮	১) ২৯-০৮-২০২৬ ২) ৩০-০৬-২০২৬ ৩) ০১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,১০,৭০৯.১১ টাকা (দুই লক্ষ দশ হাজার সাতশো নয় টাকা এবং এগারো পয়সা) (৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত গণনা করা সুদ) এবং এর সাথে ০১-০৭-২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী সুদের খরচ এবং চার্জ সহ।	সিকিউরড সম্পদ : গাড়ির মডেল : মারুতি ট্যুর এস ডিজেল; প্রস্তুতকারক : মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড; রেজিস্ট্রেশন নং : WB07 J5981; ইঞ্জিন নং : D13A-3274950; চ্যাসিস নং : MA3FJEB1S00B45087

*উপরে উল্লিখিত তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সম্মত চুক্তিবদ্ধ হারে/বিশ্রামে পরবর্তী সুদ সহ প্রদেয়।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীরা পূর্বোক্তভাবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সম্পূর্ণভাবে উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতির উপর সারফেসি অ্যাক্ট এবং রুলস এর ১৩(৪) নম্বর ধারার অধীনে উপরের সিকিউরড সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে।
৫) আরও, সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৬) উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে সিকিউরড সম্পদ হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি আইন বা রুলস-এর বিধান লঙ্ঘন করবেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করবেন, তিনি আইনের ২৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন।
তারিখ : ২৯-১০-২০২৬; স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NIT(E)/OCTOBER-1 (SEPTEMBER.-03)/ HEALTH DEPTT./CMC/ 2026-27(2ND CALL) MEMO NO.: 1546/MC-11, DATE: 28/10/2026
Online e-Tenders are hereby invited on behalf of the Naihati Municipality, from eligible, reliable, experienced, and resourceful service providers/ manufacturers/original equipment representatives for undertaking Comprehensive Maintenance Contract (CMC) of 05 (Five) numbers of Haemodialysis Machines installed at the Municipal Dialysis Unit under Naihati Municipality for a period of 02 (Two) years (extendable by 01 year based on satisfactory performance). Bid submission start date & time (online) **28.10.2026 after 18:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online) **07.11.2026 after 16:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online) **05.11.2026 after 16:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

Notice Inviting Tender
Open Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 1685/NBM/Store (2026_MAD_5080170_1)
Sub.: Procurement of electrical items
Last date of submission of tender: **10.11.2026 within 5 p.m.** For details see **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice (6th Corrigendum) for Tender
e-N.I.T No- **WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-16 (e)/2026-27,** S.L.no.-1. Tender Id : 2026_IWD_1036871_1, under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Following changes are made in 6th corrigenda Bid submission end date is "**06.11.2026, up to 11:00 Hours.**" instead of **28.10.2026, upto 11:00 Hours**, and Technical Bid opening date is "**06.11.2026 after 16:30 Hours.**" instead of **28.10.2026 after 16:30 Hours.** "All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal **wbtenders.gov.in** Sd/- S.E, Central Tender Unit.
ICA- T19264(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum Notice (Corrigendum-6) for Tender
e-N.I.T No- **WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-17 (e)/2026-27**, S.L. no.-1 Tender Id : 2026_IWD_1036884_1, under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Following changes are made in 5TH corrigenda Bid submission end date is "**06.11.2026, up to 11:00 Hours.**" instead of **28.10.2026, up to 11:00 Hours**, and Technical Bid opening date is "**06.11.2026 after 16:30 Hours.**" instead of **28.10.2026 after 16:30 Hours.**" All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal **wbtenders.gov.in** Sd/- S.E, Central Tender Unit.
ICA- T19265(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum (12th) Notice for Tender
e-N.I.T No- **WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-11 (e)/2026-27**, S.L. no.- 1, Tender Id : 2026_IWD_1028121_1, under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Following changes are made in 11th corrigenda Bid submission end date is "**06.11.2026, up to 11:00 Hours.**" instead of **28.10.2026, up to 11:00 Hours,** and Technical Bid opening date is "**06.11.2026 after 16:30 Hours.**" instead of **28.10.2026 after 16:30 Hours.**" All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal **wbtenders.gov.in** Sd/- S.E, Central Tender Unit.
ICA- T19266(3)/2026

বিজ্ঞপ্তি
আমি রামেশ্বরা হোমস এন্ড এপার্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড কলোরা মৌজাস্থিত ৬০১০ দাগে ৭৭০৫ খতিয়ানে অবস্থিত রেকর্ডেড বর্গাদার এর নাম ডিলিট করার / নাম পত্তন করার আবেদন করিয়াছি শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রেকর্ডেড বর্গাদার অনাথ বন্ধু গায়েন, সুরেন্দ্রনাথ গায়েন এর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আগামী ১ মাসের মধ্যে (৩০ দিন)উক্ত বর্গাদার বা তার লিগাল হেইরস /উত্তরসূরি যেন ডোমজুড় বি এল এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করে।বিনীত সুরেন্দ্র কুমার খেতাওয়াত ডাইরেক্টর রামেশ্বরা হোমস এন্ড এপার্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড।
বিনীত
সুরেন্দ্র কুমার খেতাওয়াত
ডাইরেক্টর
রামেশ্বরা হোমস এন্ড এপার্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড।

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Flooring at Duttapara Fruit Market in ward no-15 under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/68/BM/2026-27/PWD
Date: 28.10.2026
Tender ID: 2026_MAD_1047396_1.
1. Bid Submission Start date **28.10.2026 at 18.00 PM.** 2. Prebid meeting date **02.11.2026 at 14.00 PM.** 3. End date-**04.11.2026 at 18.00 PM.** 4. Bid opening date: **06.11.2026 at 18.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE
CHOAPARA GRAM PANCHAYAT
JALANGI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-009/CGP/VB-G RAM G/ 2026-2027, Dated:-28/10/2026 Date of Publication of E-NIT:**-29/10/2026 (11.00 a.m)** Document download start Date & Time:- **14/11/2026 (11.00 a.m)** Document download end Date & Time:- **14/11/2026 (1.00 p.m)** Bid submission start Date & Time:- **29/10/2026 (11.00 a.m)** Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid. :- **14/11/2026 (1.00 p.m)** Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Choapara Gram Panchayat:- on or after **16/11/2026(2.00 p.m.)** Details see:- **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
SERAMPORE MUNICIPALITY
1, N.S. Avenue, Serampore, Dist. Hooghly, West Bengal, PIN-712201
Notice inviting e-Tender
e-Tenders are invited from experienced and resourceful bidders vide **tender no.: WBMAD/ULB/SRMP/NIT-02/2026-27(3rd call) dated 28.10.2026;** 2no. roads and **WBMAD/ULB/SRMP/NIT-03/2026-27(3rd call)**-1no. road dated **28.10.2026** within Serampore Municipality. Bid submission end date 14.11.2026. For details of the project go through **www.wbtenders.gov.in** and **www.seramporemunicipality.com.**
Sd/-
Executive Officer,
Serampore Municipality.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বমঞ্চে ভারতের লড়াইয়ে প্রতিভার ইঙ্গিত স্পষ্ট

বড় প্রশ্ন ভবিষ্যৎ তারকাদের পরিচর্যা নিয়ে

গৌরব সেন

ঘুমন্ত ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘদিনের সংশয়ের মধ্যেই আশার আলো তুলে ধরল অনূর্ধ্ব-১৫ দল। এই অভিযানে বাংলার রিষড়ার সৌম্যজিৎ সরকারের দূরপাল্লার গোল বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তাঁর সাফল্য রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের গর্বিত করলেও বৃহত্তর প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে- 'এই প্রতিভাদের সিনিয়র স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা কি তৈরি করতে পারবে ভারতীয় ফুটবল?'

লাওসের বিরুদ্ধে ৪-২ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করে ভারত। ম্যাচে দু'বার সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেছিল প্রতিপক্ষ। কিন্তু শেষ দিকে আর লালরেমরুয়াতফেলার দ্বিতীয় গোল এবং সৌম্যজিতের দূরপাল্লার শট ভারতের জয় নিশ্চিত করে। মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গা থেকে সৌম্যজিতের দৃষ্টিনন্দন শট গোলরক্ষককে টপকে জালে ঢোকে। বয়সভিত্তিক ফুটবলে এমন গোল একজন খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস ও সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

পরের ম্যাচে ক্যামেরুনকে ২-১ গোলে হারিয়ে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেয় ভারত। শারীরিক সক্ষমতা ও গতির জন্য পরিচিত আফ্রিকার দলের বিরুদ্ধে এই জয় ছিল উল্লেখযোগ্য। গোলরক্ষক জেনিত নিংথৌজামের পেনাল্টি বাঁচানো এবং লালরেমরুয়াতফেলার নির্ণায়ক গোল জয়ের ভিত গড়ে দেয়। বাহরিনের বিরুদ্ধেও ৪-৩ ব্যবধানে জিতে লড়াই করার মানসিকতা দেখায় ক্ষুদে ব্লু-টাইগাররা।

তবে গ্রানাডার বিরুদ্ধে ৩-৩ ড্র এবং সেনেগালের কাছে ১-৬ ব্যবধানে হার ভারতের সীমাবদ্ধতাগুলিও স্পষ্ট করেছে। গ্রানাডার বিরুদ্ধে তিন গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ ১১ মিনিটে তিনটি গোল হজম করে ভারত। ম্যাচের শেষ পর্বে রক্ষণ সংগঠিত রাখা এবং চাপের মুখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি চোখে পড়ে। সেনেগালের বিরুদ্ধে সেই দুর্বলতা আরও প্রকট হয়। প্রতিপক্ষের আব্দুলায়ে দিয়ালো একাই চারটি গোল করেন।

পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে শেষ করে ভারত। ফলে নকআউটের মূল লড়াইয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি; দলকে খেলতে হবে ৬৫ থেকে ৯৬তম স্থানের জন্য নির্ধারিত টিয়ার সি-তে। এই ফলাফল তাই একদিকে সম্ভাবনার কথা বলে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আরও ধারাবাহিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও মনে করিয়ে দেয়।

লাওসের বিরুদ্ধে রিষড়ার সৌম্যজিৎ সরকারের গোল এই প্রতিযোগিতায় ভারতের স্মরণীয় মুহূর্তগুলির একটি। বাংলার ফুটবল ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক প্রশিক্ষণ, উন্নত পরিকাঠামো এবং নিয়মিত উচ্চমানের প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় সৌম্যজিতের সাফল্যকে তাই কেবল একটি গোলের নিরিখে বিচার করলে চলবে না। তাঁর মতো তরুণ ফুটবলারদের নিয়মিত খেলার সুযোগ, দক্ষ কোচের তত্ত্বাবধান, পুষ্টি, শারীরিক প্রস্তুতি ও মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি। অল্প বয়সে প্রচার ও প্রত্যাশা যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে, তেমনই তা অতিরিক্ত চাপও তৈরি করতে পারে। এখনই কাউকে ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে চিহ্নিত করার বদলে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি বিকাশে নজর দেওয়ার প্রয়োজন ফুটবল কতৃপক্ষের।

দেশজুড়ে প্রতিভা শনাক্তকরণ ও বয়সভিত্তিক দল গঠনের উদ্যোগ ভারতীয় ফুটবলের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রতিযোগিতা থেকে খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে বড় শহরের বাইরের প্রতিভারাও জাতীয় স্তরে উঠে আসার সুযোগ পাবেন। কিন্তু প্রতিভা খুঁজে পাওয়া আর তাকে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার করে তোলা এক বিষয় নয়। ভারতীয় ফুটবলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হল অনূর্ধ্ব-১৫ স্তরের সাফল্যকে অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-২০ এবং শেষ পর্যন্ত সিনিয়র দলের প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত করা। এই বয়সে ভাল খেলা অনেকেই পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে হারিয়ে যান। কখনও পর্যাপ্ত ম্যাচের অভাব, কখনও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ না পাওয়া, আবার কখনও চোট বা মানসিক চাপ এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতিভাবান ফুটবলারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকা দরকার। নিয়মিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ, উন্নত ক্লাব পরিকাঠামো, বয়স অনুযায়ী প্রশিক্ষণ এবং প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রগতির মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। শুধু গোল বা জয়ের হিসাব নয়, খেলোয়াড়ের পাসিং, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, রক্ষণাত্মক শৃঙ্খলা, ফিটনেস এবং দলগত অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পড়াশোনা ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটিও অবহেলা করা যাবে না।

এই দায়িত্ব সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পাশা পাক রাজ্য সংস্থা, ক্লাব, অ্যাকাডেমি এবং পরিবারেরও ভূমিকা রয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে সৌম্যজিতের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে জেলা ও মহকুমা স্তরে আরও বেশি কিশোরকে প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

আজারবাইজানে ভারতের অভিযানকে নিঃশর্ত সাফল্য বলা যাবে না, আবার ব্যর্থতার খাতাতেও ফেলে দেওয়া যায় না। লাওস, ক্যামেরুন ও বাহরিনের বিরুদ্ধে জয় দেখিয়েছে দলের সামর্থ্য, গ্রানাডা ও সেনেগালের ম্যাচ দেখিয়েছে উন্নতির জায়গা। এই দুই দিককে পাশাপাশি রেখেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে হবে।

সৌম্যজিৎ সরকারের গোল বাংলার ফুটবলে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মাঠের বাইরের ব্যবস্থার উপরেও। আজকের কিশোর ফুটবলার আগামী দিনে দেশের সিনিয়র দলের নির্ভরযোগ্য সদস্য হয়ে উঠতে পারছেন কি না, সেটাই হবে প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি।

ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতি কোনও একটি টুর্নামেন্টের ফলাফলে নির্ধারিত হয় না। তার প্রমাণ মিলবে ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার তৈরি করতে পারলে। সৌম্যজিতের গোল সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। এখন প্রয়োজন প্রতিভার যথাযথ পরিচর্যা, পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি দায়বদ্ধতা।

৭৩ গোলের পুরস্কার, নাকি ভোট-অঙ্ক?

ব্যালন ডি'অর জিতে বিতর্কে কেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মান উঠল হ্যারি কেনের হাতে। লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপে, লিয়োনেল মেসির মতো মহাতারকাদের উপস্থিতিতেও শেষ হাসি হাসলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। ২০২৬ সালের ব্যালন ডি'অর জিতে ২৫ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটালেন তিনি। কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার পরই শুরু হয়েছে বিতর্ক। কারও মতে, দুর্দান্ত মরশুমের জন্য কেনের এই সম্মান প্রাপ্য। আবার কারও প্রশ্ন, বিশ্বকাপের মঞ্চে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা ইয়ামাল কিংবা গোলের পর গোল করা এমবাপেকে পিছনে ফেলে কেনই বা সেরার মুকুট পেলেন? স্পেনের একমাত্র ভোটদাতা সাংবাদিকও জানিয়েছেন, কেনকে তিনি সবার উপরে রাখেননি। অর্থাৎ সোনার বল হাতে উঠলেও বিতর্কের বলয় থেকে বেরোতে পারছেন না বায়ার্ন মিউনিখের ইংরেজ স্ট্রাইকার।

ব্যালন ডি'অরের ৭০ বছরের ইতিহাসে এই জয় বিশেষ তাৎপর্যের। ২০০১ সালে মাইকেল ওয়েনের পর আর কোনও ইংরেজ ফুটবলার এই পুরস্কার জেতেননি। সেই দীর্ঘ অপেক্ষা মিটিয়ে পঞ্চম ইংরেজ হিসেবে ফুটবলের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পেলেন কেন। এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে এই সম্মান জিতেছেন স্ট্যানলি ম্যাথিউস, ববি চার্লটন, কেভিন কিগান ও মাইকেল ওয়েন। ১৯৫৬ সালে প্রথম ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন ম্যাথিউস। ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ডের চার্লটন এই পুরস্কার পান। কিগান জেতেন ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে, আর ওয়েনের হাতে শেষবার এই সম্মান উঠেছিল ২০০১ সালে। এ বার লন্ডনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল প্রতীকী;প্রথম বিজয়ী ম্যাথিউসের দেশের মাটিতেই সাত দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে নতুন ইংরেজ বিজয়ী।

কেনের জয়ের সবচেয়ে বড় যুক্তি তাঁর অবিশ্বাস্য গোলের পরিসংখ্যান। ২০২৫-২৬ মরশুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে মোট ৭৩টি গোল করেছেন তিনি। এর মধ্যে বায়ার্নের হয়ে ৬১টি গোল এসেছে ৫১টি ক্লাব ম্যাচে, আর ইংল্যান্ডের হয়ে করেছেন ১২টি। জার্মানির ঘরোয়া লিগে টানা তৃতীয়বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। বায়ার্নকে বুন্দেশলিগার শিরোপা জেতানোর পাশাপাশি জার্মান কাপ ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার সুপার কাপ জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৪টি গোল করে দলকে সেমিফাইনালে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত গোলসংখ্যা এবং ক্লাবের হয়ে একাধিক ট্রফি;এই দুইয়ের সমন্বয়ই কেনের পক্ষে সবচেয়ে জোরাল যুক্তি।

শুধু ক্লাব ফুটবল নয়, দেশের হয়েও কেনের অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে দলকে সেমিফাইনালে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশ্বকাপে ৬টি গোল করেছেন তিনি। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে কেনের গোল করার ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব তাঁর পক্ষে গিয়েছে। ব্যালন ডি'অরের বিচার যে শুধু একটি প্রতিযোগিতার ফলের উপর নির্ভর করে না, বরং গোটা মরশুমের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, দলের সাফল্য ও খেলোয়াড়ের প্রভাব বিবেচনা করা হয়, কেনের জয় তারই উদাহরণ। একই সঙ্গে সেরা স্ট্রাইকারের স্বীকৃতিও পেয়েছেন তিনি।

তবে কেনের জয় মানেই যে ইয়ামাল ও এমবাপের দাবি দুর্বল ছিল, তা নয়। বার্সেলোনার ১৯ বছরের স্প্যানিশ তারকা ইয়ামাল ধারাবাহিকতা, গতি, ড্রিবলিং এবং বড় ম্যাচে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দিয়ে নজর কেড়েছেন। বিশ্বকাপে স্পেনের সাফল্যেও তাঁর ভূমিকা ছিল। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্থানে শেষ করেন তিনি। অন্য দিকে, এমবাপে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাঁর গোল করার দক্ষতা, আক্রমণে ধার এবং ধারাবাহিকতা তাঁকে কেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন করে তুলেছিল। চতুর্থ স্থানে রদ্রি, পঞ্চম স্থানে মেসি। অর্থাৎ অভিজ্ঞ তারকাদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদেরও এই দৌড়ে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

প্রাথমিক ৩০ জনের তালিকাতেও ছিল একাধিক বড় নাম। মেসি, এমবাপে, ইয়ামাল ছাড়াও ছিলেন গতবারের বিজয়ী উসমান দেম্বেলে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, আরলিং হালান্ড, জুড বেলিংহ্যাম, রদ্রি, লাউতারো মার্তিনেজ, ভিটিনিয়া, খভিচা কাভারাস্কেইয়া, ব্রুনো ফের্নান্দেস, ডেকলান রাইসের মতো তারকারা। এই তালিকায় প্রত্যেকেরই আলাদা দাবি ছিল। কেউ গোল করেছেন, কেউ দলকে ট্রফি জিতিয়েছেন, কেউ আবার মাঝমাঠে বা আক্রমণে নিজের প্রভাব দিয়ে ম্যাচের গতিপথ বদলে দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটদাতাদের বিচারে কেনই ছিলেন সবার উপরে।

বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছেন স্পেনের একমাত্র ভোটদাতা সাংবাদিক হোসে ফেলিক্স দিয়াজ। তাঁর বক্তব্য, তিনি কেনকে বিজয়ী হিসেবে আশা করেননি; তাঁর ধারণা ছিল এমবাপে অথবা ইয়ামাল পুরস্কার জিততে পারেন। কেনের মধ্যে এমন কিছু একটা নেই, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে সবার উপরে তুলে ধরবে;এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। দিয়াজের মতে, বিশ্বকাপে স্পেনের সাফল্য আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। তবে স্পেনের একাধিক খেলোয়াড়ের মধ্যে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায় কোনও একজনের পক্ষে বড় ব্যবধানে সমর্থন তৈরি হয়নি। এই মন্তব্যেই স্পষ্ট, ব্যালন ডি'অরের বিচার নিয়ে ফুটবল মহলে মতভেদ কতটা তীব্র।

রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন তারকা গুতির মন্তব্যও বিতর্ককে আরও বাড়িয়েছে। লন্ডনে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং কেনের জয় নিয়ে 'পরিকল্পিত' হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তবে এই অভিযোগের পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সামনে আসেনি। তাই একে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে পুরস্কারের মানদণ্ড;গোলসংখ্যা, দলগত সাফল্য, বড় ম্যাচে প্রভাব, নাকি বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে পারফরম্যান্স, কোনটিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত? ব্যালন ডি'অরের বিচার হয় সাংবাদিকদের ভোটে। ফলে একই মরশুমের পারফরম্যান্স দেখেও তাঁদের মূল্যায়ন আলাদা হতে পারে। কেনের পক্ষে রয়েছে ৭৩টি গোল, বায়ার্নের ঘরোয়া সাফল্য এবং বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইয়ামালের পক্ষে রয়েছে অসাধারণ প্রতিভা ও বড় মঞ্চে প্রভাব, এমবাপের পক্ষে গোলের ধারাবাহিকতা। তাই কেনের জয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা কঠিন, আবার অন্য দুই তারকার দাবিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কার কেনের দীর্ঘ পরিশ্রমের স্বীকৃতি। টটেনহ্যামে শুরু করে বহু বছর ধরে গোল করেও বড় দলগত ট্রফির অভাবে সমালোচনা শুনেছেন তিনি। বায়ার্নে এসে সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটিয়েছেন। এ বার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটও উঠল তাঁর মাথায়। কিন্তু ইয়ামাল, এমবাপে ও মেসির মতো তারকাদের উপস্থিতিতে এই জয় যে বিতর্কহীন হবে না, তা স্পষ্ট। সোনার বল হাতে কেন ইতিহাস গড়লেন, আর ফুটবল বিশ্বে শুরু হল নতুন তর্ক;যোগ্যতমই কি জিতলেন, নাকি ভোটের অঙ্কে পিছিয়ে পড়লেন অন্য দাবিদারেরা?

পিছনে বিরাট, এবার বাবরকে টপকানোর হাতছানি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে একের পর এক নজির গড়লেন অভিষেক শর্মা। ওয়েলিংটনে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ৩৮ বলে ১১৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে বিরাট কোহলিকে টপকে গেলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক বা সামগ্রিক টি-টোয়েন্টি, শতরানের নিরিখে নিজের নাম আরও উঁচুতে তুলে ধরলেন ভারতীয় বাঁহাতি ওপেনার। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ১১টি ছয়। স্ট্রাইক রেট ২৯৭.৩৭। এই শতরানের সুবাদে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ১১টি শতরানের মালিক হলেন অভিষেক। এত দিন ১০টি শতরান নিয়ে এই তালিকায় শীর্ষে ছিলেন কোহলি। তাঁকে পিছনে ফেলে এখন অভিষেকের সামনে রয়েছেন কেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল ও পাকিস্তানের বাবর আজম।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরানের তালিকায় গেইল ২২টি শতরান নিয়ে শীর্ষে। বাবরের শতরান ১৩টি। অভিষেকের সংগ্রহ ১১টি। অর্থাৎ বাবরকে ছুঁতে আর ২টি শতরান এবং তাঁকে টপকাতে ৩টি শতরান দরকার ভারতীয় ব্যাটারের। যে ছন্দে তিনি ব্যাট করছেন, তাতে ভবিষ্যতে এই ব্যবধান ঘুচে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে গেইলের নজির ভাঙতে হলে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে তাঁকে।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও অভিষেকের উত্থান চোখে পড়ার মতো। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই শতরান তাঁর চতুর্থ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি শতরান। এই বিভাগে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্টেরও চারটি করে শতরান রয়েছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক পাঁচটি শতরানের নজির অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের দখলে। ফলে অভিষেকের সামনে এবার সেই রেকর্ড ছোঁয়ার হাতছানি।

এখনও পর্যন্ত ৭০টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৬৯টি ইনিংস খেলে ২২৪০ রান করেছেন অভিষেক। গড় ৩৩.৪৩, স্ট্রাইক রেট ১৯৬.৮৩। চারটি শতরানের পাশাপাশি রয়েছে ১৪টি অর্ধশতরান। তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৩৫। চলতি বছরেও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন তিনি। ৩৭টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে করেছেন ১১২৫ রান। গড় ৩১.২৫, স্ট্রাইক রেট ২০৬.৪২। এই সময়ে দু'টি শতরান ও আটটি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

চলতি বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রানের নজিরও হাতছানি দিচ্ছে অভিষেককে। ২০২২ সালে সূর্যকুমার যাদব ১১৬৪ রান করে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই নজির ভাঙতে অভিষেকের প্রয়োজন আর ৪০ রান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলিতে সেই লক্ষ্য পূরণের সুযোগ থাকবে তাঁর সামনে।

তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের পাশাপাশি বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটও ঝড় তুলেছে। মাত্র ১৯ বলে ৪৫ রান করেন বৈভব। তাঁর ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৪টি ছয়। দু'জনে মিলে মাত্র ৭.১ ওভারেই ভারতকে ১৩৩ রানে পৌঁছে দেন। শুরুতেই নিউজিল্যান্ডের বোলারদের উপর এমন চাপ তৈরি হয় যে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ কার্যত ভারতের হাতে চলে আসে।

প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে। ড্যারিল মিচেল ৫২ বলে অপরাজিত ৮৯ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ৫টি ছয়। ফিন অ্যালেন ২৫ বলে ৪০ এবং বেভন জ্যাকবস ২৩ বলে অপরাজিত ৩৯ রান করেন। ভারতের হয়ে অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল ও নীতীশ কুমার রেড্ডি একটি করে উইকেট নেন।জবাবে অভিষেক ও বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১৩.২ ওভারেই ১৯৯ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ভারত। ৬ উইকেটে নয়, ৮ উইকেটে জয় পায় দল। হাতে ছিল ৪০ বল। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। ব্যক্তিগত রেকর্ড, দলের বড় জয় এবং সিরিজে আধিপত্য; সব মিলিয়ে ওয়েলিংটনের রাতটি অভিষেক শর্মার কেরিয়ারে স্মরণীয় হয়ে থাকল।